বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

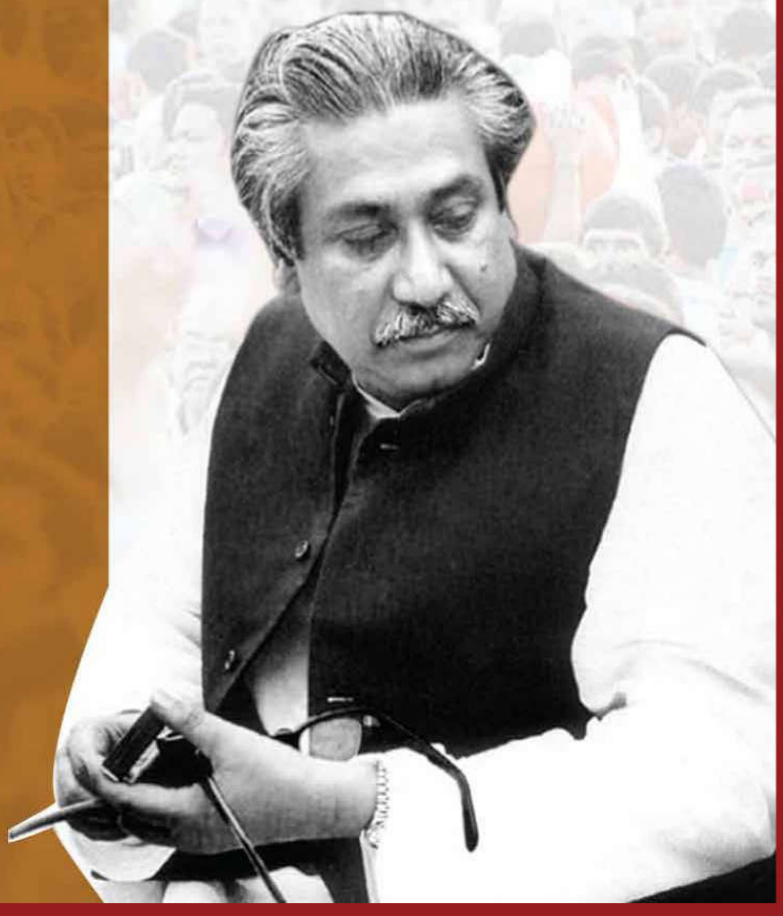

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অতিরিক্ত সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশনা তথ্য

ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পরিষদ

১। আনিস মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব (আইন)	-	সভাপতি
২। প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)	-	সদস্য
৩। মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস, যুগ্ম সচিব (জরিপ)	-	সদস্য
৪। মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)	-	সদস্য
৬। মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া, উপ সচিব (সায়রাত - ১)	-	সদস্য
৭। মোঃ আসাদুজ্জামান, উপ সচিব (অধিগ্রহণ - ১)	-	সদস্য
৮। অরুন কুমার মন্ডল, উপ সচিব (এপিএ)	-	সদস্য
১০। মোঃ ফিরোজ উদ্দিন, উপ প্রধান	-	সদস্য
১১। সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

তথ্য প্রযুক্তি ও সাচিবিক সহযোগিতায়

সুকান্ত কুমার মন্ডল, সহকারী প্রোগ্রামার

প্রকাশকাল

১৫ অক্টোবর, ২০১৯

মুদ্রণ

-- ----, ২০২০

প্রকাশনায়

ভূমি মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান I
মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী II
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী III
মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর বাণী IV
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির বাণী V
ভূমি সচিবের বাণী VI
মুখবন্ধ VII
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশনা তথ্য VIII
সূচীপত্র IX
চার্ট ও টেবিল XII
ছবি XIII
প্রথম অধ্যায় ১
এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ ১
১.১ ভূমিকা ১
১.২ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ২
১.৩ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন ২
১.৩.১ রূপকল্প (Vision) ২
১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ২
১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) ২
১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২
১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ৩
১.৪.৩ কার্যাবলি ৩
১.৬ ভূমি মন্ত্রণলায়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলীঃ ৬
১.৬.১ খাসজমি ৬
১.৬.২ প্রশাসন- ৬
১.৬.৩ সায়রাত- ৭
১.৬.৪ আইন- ৭
১.৬.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা ৮
১.৬.৬ জরিপ ৯
১.৬.৭ অধিগ্রহণ- ৯
১.৬.৮ উন্নয়ন ৯
১.৬.৯ অন্যান্য ১১
১.৭ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা ১২
দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪
২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ১৪
২.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ১৪
২.২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৮
তৃতীয় অধ্যায় ২১
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২১

৩.১ সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ২১
৩.২ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ২১
৩.৩ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ২১
৩.৪ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ ২২
৩.৫.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন ..২৩
চতুর্থ অধ্যায় ৩৪
ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার কার্যক্রম ৩৪
৪.১ খাসজমি ৩৪
৪.১.২ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত ৩৪
৪.১.২ চা বাগান ৩৫
৪.২ প্রশাসন ৩৮
৪.২.১ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা): ৩৮
৪.২.৩ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা ৩৮
৪.২.৪ ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্ন ৩৯
৪.৩ সায়রাত মহল ৪১
৪.৩.১ হাট-বাজার ৪২
৪.৩.২ বালুমহাল ৪৩
৪.৩.৩ চিংড়িমহাল ৪৩
৪.৩.৪ লবণ মহাল ৪৩
৪.৪ আইন ৪৫
৪.৪.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম ৪৫
৪.৫ বাজেট ৫৩
৪.৬ জরিপ ৫৪
৪.৭ অধিগ্রহণ ৫৮
৪.৮ উন্নয়ন ৬৩
৪.৮.১ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা ৬৩
৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি ৬৫
পঞ্চম অধ্যায় ৮৪
ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর ৮৪
৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড ৮৪
৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ৮৪
৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৮৫
৫.১.৩ ভূমি সংস্কার বোর্ডের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ৮৫
৫.১.৪ কার্যাবলি ৮৫
৫.১.৫ দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ৮৫
৫.১.৬ জনবল ৮৬
৫.১.৭ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ৮৬
৫.১.৮ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্জন/কর্মকান্ড/কার্যক্রম ৮৭
৫.১.৯ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ৮৭
৫.১.১০ অডিট আপত্তি ৮৮
৫.১.১১ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৮৮
৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড ৮৯
৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি ৮৯
৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৯০
৫.২.৩ ভূমি আপীল বোর্ডের কার্যাবলী ৯০
৫.২.৪ জনবল ৯০
৫.২.৫ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ৯১
৫.২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেরঅর্জন/কর্মকান্ড/কার্যক্রম ৯১
৫.২.৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৯২

৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ৯৩
৫.৩.১ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৩
৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৯৩
৫.৩.৩ কার্যাবলী ৯৩
৫.৩.৪ জনবল ৯৩
৫.৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) ৯৪
৫.৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের অর্জন/কর্মকান্ড/কার্যক্রম ৯৪
৫.৩.৭ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ ৯৫
৫.৩.৮ অডিট আপত্তি ৯৬
৫.৩.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৯৬
৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) ৯৮
৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি ৯৮
৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৯৮
৫.৪.৩ কার্যাবলী ৯৮
৫.৪.৪ গণকর্মচারীর সংখ্যা ৯৯
৫.৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) ১০০
৫.৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অর্জনসমূহ ১০০
৫.৪.৬ ভবিষ্যৎপরিকল্পনা ১০১
৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর ১০৩
৫.৫.১ পটভূমি ১০৩
৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১০৩
৫.৫.৩ কার্যাবলী ১০৩
৫.৫.৪ মঞ্জুরিকৃত জনবল ১০৩
৫.৫.৫ প্রশিক্ষণ ১০৪
৫.৫.৬ পদোন্নতি ও নিয়োগ ১০৪
৫.৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অর্জন ১০৪
৫.৫.৮ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি ১০৪
৫.৫.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১০৫
৫.৫.১০ ভবিষ্যত পরিকল্পনা ১০৫
পরিশিষ্ট ক Allocation of Business of Ministry of Land ১০৬
পরিশিষ্ট খ Ministry Of Land in SDG Mapping ১০৮
পরিশিষ্ট গ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ ১১০

চার্ট ও টেবিল

চার্ট ১.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম..... ৫
চার্ট ১.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা.....১২
টেবিল ৩.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন.....২৩
টেবিল ৪.১: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তালিকা..... ৩৪
টেবিল ৪.২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ..... ৩৫
টেবিল ৪.৩: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ..... ৩৫
টেবিল ৪.৪: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা.....৩৬
টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ৩৮
টেবিল ৪.৬: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি.....৩৯
চার্ট ৪.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব ৪০
টেবিল ৪.৭: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি.....৪২
টেবিল ৪.৮: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি ৪৩
টেবিল ৪.১১: বিভিন্ন মামলার কার্যক্রম সংখ্যা ৪৫
টেবিল ৪.১২: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায়..... ৪৬
টেবিল ৪.১৩:'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা ও অবমুক্তি সংক্রান্ত জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী.....৪৭
টেবিল ৪.১৪: মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমান..... ৫০
টেবিল ৪.১৫: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট ৫৩
টেবিল ৪.১৬: জমির নতুন শ্রেণিবিভাগ..... ৫৫
টেবিল ৪.১৭: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তালিকা..... ৫৮
টেবিল ৪.১৯: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয় ৬৩
টেবিল ৪.২০: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয় ৬৪
টেবিল ৪.২১: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৫
টেবিল ৪.২২: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০১৮ পর্যন্ত) .. ৬৭
টেবিল ৪.২৩: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম..... ৬৯
টেবিল ৪.২৪: চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪-এর ভৌত অগ্রগতি..... ৭৩
টেবিল ৫.১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল..... ৮৬
টেবিল ৫.২: প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ও অংশগ্রহণকারী..... ৮৬
টেবিল ৫.৩: ভূমি সংস্কার বোর্ডের অডিট আপত্তি..... ৮৮
টেবিল ৫.৪: ভূমি আপীল বোর্ডের জনবল ৯০
টেবিল ৫.৫: ভূমি আপীল বোর্ডের অডিট আপত্তি..... ৯২
টেবিল ৫.৫: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জনবল ৯৩
টেবিল ৫.৬: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ.....৯৪
টেবিল ৫.৭: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি ৯৬
টেবিল ৫.৮: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল ৯৯
টেবিল ৫.৯: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল..... ১০০
টেবিল ৫.১০: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জনবল..... ১০৪
টেবিল ৫.১১: ২০১৮-১৯ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ..... ১০৪
টেবিল ১২: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অডিট আপত্তি..... ১০৫

ছবি

ছবি ১.১: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ - সুসজ্জিত র‍্যালি.....৩
ছবি ১.২: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ - বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন ৪
ছবি ১.৩: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ – মেলা প্রাঙ্গণ.....১১
ছবি ১.৪: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ - বক্তব্য প্রদান.....১৩
ছবি ২.১: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক - গ্রুপ ছবি..... ১৯
ছবি ২.২: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক - ভূমিমন্ত্রীর বক্তব্য.....১৯
ছবি ২.৩: আর এস খতিয়ান উন্মুক্তকরণ ২০
ছবি ২.৪: সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন..... ২০
ছবি ৩.১: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুষ্ঠিত ২২
ছবি ৪.১: ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। ৩৭
ছবি ৪.২: ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠিত ৪০
ছবি ৪.৩: 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালা ৫২
ছবি ৪.৪: ‘ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়’ শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত.....৫৭
ছবি ৪.৫: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন ৬৯
ছবি ৪.৬: ভূমিমন্ত্রী কক্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর..... ৭০
ছবি ৪.৮: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের দলিল হস্তান্তর..... ৭৪
ছবি :৪.৯পাতিবিলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন, চৌগাছা, যশোর.....৭৬
ছবি ৪.১০: ভূমি ভবন নির্মাণের অগ্রগতি ৭৭
ছবি ৪.১১: আকাশপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর ৭৯
ছবি ৪.১২: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনের উর্ধ্ব সম্প্রসারণের অগ্রগতি.....৮০
ছবি ৪.১৩: সাবেক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু, এমপি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় অবস্থিত নওদাপাড়া-৩ গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন.....৮২
ছবি ৪.১৪: সাবেক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু, এমপি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় অবস্থিত নওদাপাড়া-৩ গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করছেন.....৮৩
ছবি ৫.১: ‘ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা’ শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা.....৮৮
ছবি ৫.২: ‘১১৭তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৯’ এর সমাপনী অনুষ্ঠান.....৯৭
ছবি ৫.৩: বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী..... ১০২
ছবি ৫.৪: দুই সপ্তাহের ‘বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্বোধন..... ১০২
ছবি ৫.৫: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন..... ১০৫

প্রথম অধ্যায়

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এ দেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম একটি খাত এবং দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন (২০১৫-১৬ অর্থবছর অনুযায়ী)। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি একটি দেশের মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে নগরায়নের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশীলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ

১। নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম;

২। সংস্কারমূলক কার্যক্রম;

৩। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম;

৪। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

১.২ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীণ রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার" মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথা:

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুন নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়"। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় "ভূমি মন্ত্রণালয়" যা এখনো বলবৎ আছে।

১.৩ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

১.৩.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

(১) স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।
(২) বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।
কৃষি জমি সুরক্ষা,পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
(৩) অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযাগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং ভূমি বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা
২. দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা
৩. ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন
৪. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪.৩ কার্যাবলি

১. ভূমিস্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ;
২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
৩. খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
৪. ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খাতিয়ান প্রস্তুত করণ;
৫. সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা;
৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ;
৭. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল; এবং
৮. আইনসমূহ যুগোপযোগিকরণ।
৯. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

ছবি ১.১: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ - সুসজ্জিত র‍্যালি

১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রাজধানীর সেগুন বাগিচাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্সে অবস্থিত জাতীয় চিত্রশালায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে, 'ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯' উপলক্ষে আয়োজিত একটি সুসজ্জিত র‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

ছবি ১.২: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ - বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন

বৃহস্পতিবার, ১১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রাজধানীর সেগুন বাগিচাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্সে অবস্থিত জাতীয় চিত্রশালায় বেলুন উড়িয়ে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে, 'ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯' উপলক্ষে স্থাপিত ঢাকা মহানগরী অঞ্চলের ভূমি সেবা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অর্গানোগ্রাম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

(১) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ।
(২) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
(৩) খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।
(৪) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ।
(৫) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
(৬) সায়রাত মহাল (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা।
(৭) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(৮) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন।
(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

মন্ত্রী

একান্ত সচিব-১	কম্পিউটার-৪টি
সহকারী একান্ত সচিব-১	ফটোকপিয়ার-১টি
জনসংযোগ কর্মকর্তা-১	ফ্যাক্স-১টি
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২	রেফ্রিজারেটর-১টি
এম,এল,এস,এস-২	

প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী

একান্ত সচিব-১	কম্পিউটার-৩টি
সহকারী একান্ত সচিব-১	ফটোকপিয়ার-১টি
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২	ফ্যাক্স-১টি
এম,এল,এস,এস-২	রেফ্রিজারেটর-১টি

সচিব

একান্ত সচিব-১	কম্পিউটার-৩টি
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১	ফটোকপিয়ার-১টি
অফিস সহঃকাম-মুদ্রাক্ষরিক-১	ফ্যাক্স-১টি
এম,এল,এস,এস-২	রেফ্রিজারেটর-১টি

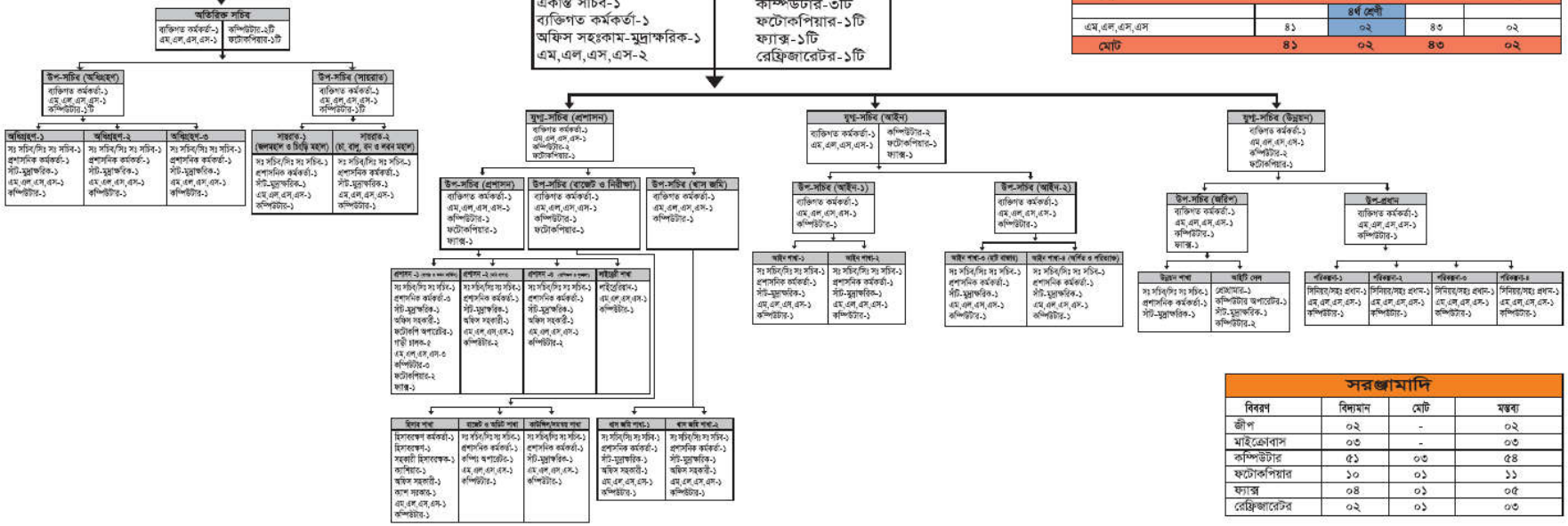

জনবল সংখ্যা

পদের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট	অতিরিক্ত জনবল
মন্ত্রী	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	**০৪**	**-**	**০৪**	**-**
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
মোট	**-**	**০৩**	**০৩**	**০৩**
		১ম শ্রেণী		
সচিব	০১	-	০১	-
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	-	০১	-
যুগ্ম-সচিব	০৩	-	০৩	-
উপ-সচিব	০৮	-	০৮	-
উপ-প্রধান	০১	-	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	-	১৭	-
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৪	-	০৪	-
প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
লাইব্রেরীয়ান	০১	-	০১	-
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	**৩৯**	**-**	**৩৯**	**-**
		২য় শ্রেণী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২	১৬	০২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৬	০২	১৬	-
অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৭	৩য় শ্রেণী	০৭	-
সার্ট মুদ্রাক্ষরিক	১৭	-	১৭	-
হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
সহকারী হিসাবরক্ষক	০১	-	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০২	-	০২	-
ক্যাশ সরকার	০১	-	০১	-
গাড়ী চালক	০৩	-	০৩	-
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১	-	০১	-
বার্তা বাহক	-	-	-	-
মোট	**৬৬**	**০২**	**৩৯**	**০২**
		৪র্থ শ্রেণী		
এম,এল,এস,এস	৪১	০২	৪৩	০২
মোট	**৪১**	**০২**	**৪৩**	**০২**

সরঞ্জামাদি

বিবরণ	বিদ্যমান	মোট	মন্তব্য
জীপ	০২	-	০২
মাইক্রোবাস	০৩	-	০৩
কম্পিউটার	৫১	০৩	৫৪
ফটোকপিয়ার	১০	০১	১১
ফ্যাক্স	০৪	০১	০৫
রেফ্রিজারেটর	০২	০১	০৩

১.৬ ভূমি মন্ত্রণলায়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্/ কার্যাবলীঃ

১.৬.১ খাসজমি

(ক) খাসজমি-১

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতি / আইন সংক্রান্ত কাজ;
- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- পি ও ৯৮ এবং পি ও ১৩৫/৭৩ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- পাহাড়ি খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- আন্তঃমন্ত্রণালয় খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- চা বাগানের জমি বন্দোবস্ত ও চা বাগান সংক্রান্ত নীতিমালা;
- অকৃষি খাসজমি ও চা বাগান বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) খাসজমি-২

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন ও সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূসম্পত্তি জবর দখল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাসজমি বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;

১.৬.২ প্রশাসন-

(ক) প্রশাসন-১

- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এবং পদায়নকৃত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের চাকরি, ছুটি, বেতন ভাতাদি, এসিআর সংরক্ষণ;
- সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সেবামূলক কার্যাবলী;
- চিঠিপত্র ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অফিস ষ্টেশনারী, প্রটোকল এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তাদের পদায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের স্টোর ও রেকর্ড-রুম ব্যবস্থাপনা ।

(খ) প্রশাসন-২ (মাঠ প্রশাসন)

- মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট সাইডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ প্রশাসনে সকল দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো / নিয়োগবিধি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রশাসনিক বিষয়াদি;

- কোর্ট অব ওয়ার্ডস, দেবোত্তর সম্পত্তি, ওয়াকফ ও ট্রাস্টি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;
- মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(গ) প্রশাসন-৩ (প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও ভূমি সংস্কার বোর্ড)

- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলতাজনিত কার্যক্রম;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার) ও ২য় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলতাজনিত কার্যক্রম
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

(ঘ) লাইব্রেরী

- লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১.৬.৩ সায়রাত-

(ক) সায়রাত-১

- জলমহাল নীতি ও এর আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
- জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক;

(খ) সায়রাত-২

- লবণমহাল/পাথরমহাল ও বোটমহাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- লবণ চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- হাটবাজার ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- চিংড়ী মহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- বালুমহল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি ও নীতিমালা সংশোধন।

১.৬.৪ আইন-

(ক) আইন-১

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নী জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ)।

(খ) আইন-২

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);

- সলিসিটর উইং ও এটর্নী জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন।

(গ) আইন-৩

- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি ব্যবহার নীতি / আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য ফরম সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি আপীল বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইন/বিধি/নীতির প্রণয়নের বিষয়ে মতামত।

(ঘ) আইন-৪

- অর্পিত সম্পত্তি/পরিত্যক্ত সম্পত্তি/ বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- অর্পিত সম্পত্তির বাজেট থেকে অর্থ ছাড়করণ ও অর্থব্যয়;
- অর্পিত সম্পত্তি সেল এবং যাবতীয় কার্যাবলী;
- ভি, পি কৌসুলী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন।

১.৬.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা

(ক) বাজেট ও অডিট শাখা

- ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সমূহের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত;
- গৃহ নির্মাণ/ মটর সাইকেল / মটর কার / কম্পিউটার অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রণালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত;
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ-করণ;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি।

(খ) কাউন্সিল ও সমন্বয় শাখা

- জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসারের যাবতীয় দায়িত্ব;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, বিভাগীয় কমিশনারদের সমন্বয় সভা;

(গ) হিসাব শাখা

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সকল প্রকার বিল প্রস্তুতকরণ;
- ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডিডিও, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, সার্ভিস বুক হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিজিএ অফিসের সাথে হিসাব মিল করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১.৬.৬ জরিপ

(ক) জরিপ – ১

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি;
- জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলী;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(খ) জরিপ – ২

- জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী (জরিপ কর্মসূচি অনুমোদন, পূর্বের জরিপের সাথে বর্তমান জরিপের তুলনা, জরিপ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ চলমান জরিপের মনিটরিং ইত্যাদি;
- আন্তজেলা সীমানা নির্ধারন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট প্রেসের মূদ্রণ সংকান্ত সকল কার্যাবলী।

১.৬.৭ অধিগ্রহণ-

(ক) অধিগ্রহণ-১

- ভূমি হুকুম দখল/বাড়ি রিকুইজিশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং রংপুর বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) অধিগ্রহণ-২

- ভূমি হুকুম দখল/ বাড়ি রিকুইজিশন (চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।
-

১.৬.৮ উন্নয়ন

পরিকল্পনা - ১ ও ২

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি-জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ-প্রকল্প (১ম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian Project) (জুলাই’ ১২ হতে জুন’ ১৮) (প্রস্তাবিত জুলাই’ ১২ হতে জুন’ ২০);
- গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (অক্টোবর’ ১৫ হতে জুন’ ২০);
- চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প (সিডিএসপি)-৪ (জানুয়ারি’ ১১ হতে ডিসেম্বর ’১৮);

- ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই' ১৫ হতে জুন' ১৮);
- ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
- উপজেলা পর্যায়ে পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প;
- ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- বাজট প্রণয়ন ও আইবাস ডাটা এন্ট্রি;
- এডিপি, আরএডিপি প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা (এডিপি) সভা;
- সংসদরে প্রশ্নোত্তর;
- জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের তথ্য প্রদান;
- এসডিজি (Sustainable Developments Goals);
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- ভূমিহীন ও গৃহহীন লোকদের তথ্যাদি ও বিবিধ বিষয়াদি;
- বর্তমান সরকাররে উল্লেখযোগ্য অর্জন;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যাদি প্রেরণ;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণ;
- জাইকা-এর অধীন যাবতীয় প্রকল্পের কাজ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত বিষয়াদির উপর মতামত প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

পরিকল্পনা - ৩ ও ৪

- সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই' ১৬ হতে জুন' ১৯);
- Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from ৫th to ১১th floor (জুলাই' ১৬ হতে জুন' ১৯);
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) (জুলাই' ১৪ হতে জুন' ১৯);
- Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System(CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প;
- মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প;
- ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প;
- বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;

- মাস্টার প্ল্যান;
- ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (খসড়া);
- ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন;
- Ease of Doing Business;
- ডিজিটাল মেলা;
- উন্নয়ন মেলা;
- ই-মিউটেশন সফটওয়্যার;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

১.৬.৯ অন্যান্য

এপিএ

- উন্নয়ন শাখার আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম;

তথ্য প্রযুক্তি

- উন্নয়ন শাখার আওতায় মন্ত্রণালয়ের আইটি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;

জনসংযোগ

- মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরের আওতায় মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;

ছবি ১.৩: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ – মেলা প্রাঙ্গণ

১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রাজধানীর সেগুন বাগিচাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্সে অবস্থিত জাতীয় চিত্রশালায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯' প্রাঙ্গণ উদ্বোধন করেন

১.৭ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

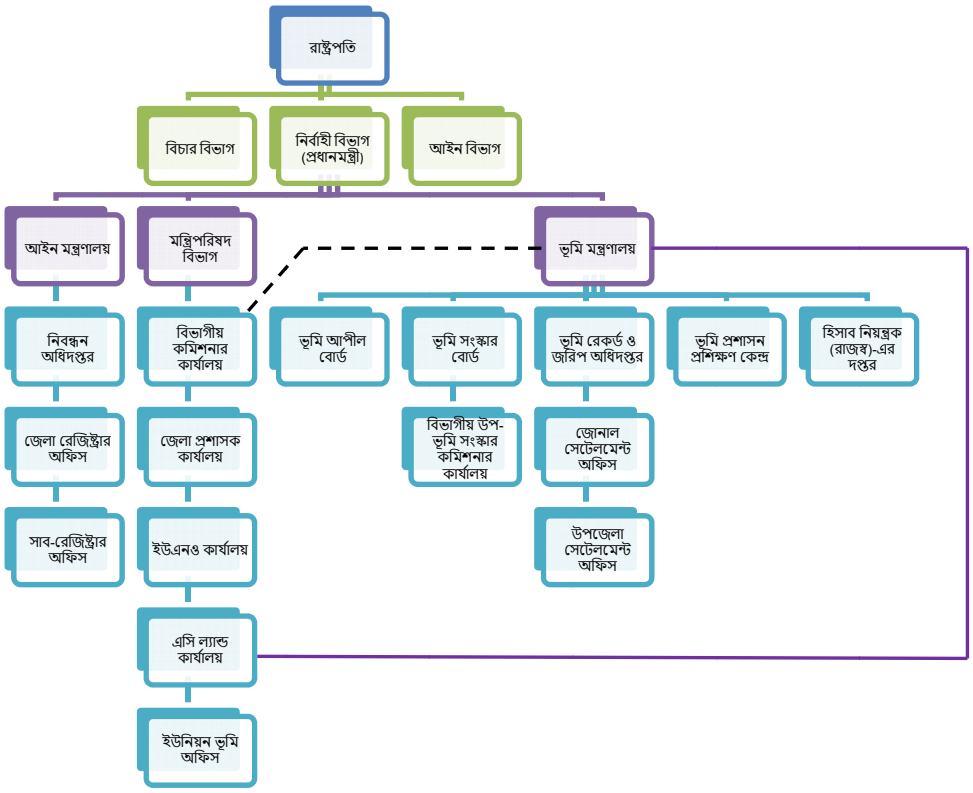

চার্ট ১.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

- নিবন্ধন অধিদপ্তর সম্পূর্ণভাবে আইন ও বিচার বিভাগ, 'আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়' এর আওতায় কাজ করে।
- বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর হিসেবে)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। প্রশাসনিক ভাবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভুক্ত এবং ভূমি বিষয়ক ব্যাপারে তাঁরা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।
- জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ হলেন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) এবং রেকর্ড রুম কর্মকর্তা।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সরাসরি ভূমি বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত নন। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কর্মকাণ্ড তিনি তদারকি করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- ল্যান্ড কমিশন - ৩টি পার্বত্য জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ও সহ অবস্থানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির ৪ ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়। ল্যান্ড কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমাজমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তি। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, সার্কেল

চিফ, একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। এই কমিশনকে যাবতীয় সহায়তা দেয়া ভূমি মন্ত্রণালয় দায়িত্ব। ২০০১ সালে ল্যান্ড কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটগুলো কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয় (চার্টে দেখানো হয়নি)।
- 'বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর', প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল, জিওডেটিক্যাল কন্ট্রোল সার্ভে ও টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে করে থাকে এবং ম্যাপ প্রস্তুত করে থাকে (চার্টে দেখানো হয়নি)। উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর মূলত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করে।

ছবি ১.৪: দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯ - বক্তব্য প্রদান

১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রাজধানীর সেগুন বাগিচাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্সে অবস্থিত জাতীয় চিত্রশালায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে, 'ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯' উপলক্ষে স্থাপিত ঢাকা মহানগরী অঞ্চলের ভূমি সেবা ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

(১) সরকারের ভিশন-২০২১ রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত ভূমি সেবা সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি কার্যক্রম চালু করা হয়। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৪৮৮টি উপজেলায় অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। ই-নামজারি সিস্টেমে ৫,৯২,৯০৮টি মিউটেশনের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩,৮৭,৯৮২টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়, যার মধ্যে মঞ্জুর করা হয় ২,৭২,৭৩৭টি এবং নামঞ্জুর করা হয় ১,১৫,২৪৫টি। ১ জুলাই ২০১৯ হতে শতভাগ ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

(২) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় পাঠ্যক্রমে ভূমি বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণে একটি সেমিনার, রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে একটি কোর্স কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালা এবং রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায় শীর্ষক দুইটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এটুআই যৌথভাবে 'ভূমি ব্যবস্থাপনা (নামজারি)' সম্পর্কিত ই-লার্নিং কোর্স চালু করেছে। যার ভিডিও টিউটোরিয়াল মুক্তপাঠে আপলোড করা হয়।

(৩) ভূমি সেবা সহজিকরণে নামজারি/জমাভাগের মামলা নিষ্পত্তির সময় ৪৫ দিনের স্থলে ২৮ দিনে এবং প্রবাসীদের নামজারি ০৯-১২ দিনে নামিয়ে আনা হয় এবং এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৪) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সারাদেশে ৬৫০টি মৌজার চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত হয় এবং ৭.৫ লক্ষ খতিয়ানের শুদ্ধকপি প্রস্তুত করা হয়। এ সময়ে বিভিন্ন জোন হতে প্রেরিত ১০.৪২ লক্ষ খতিয়ানের তথ্য সেটেলমেন্ট প্রেসের কম্পিউটার সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খতিয়ান মুদ্রণ করা হয় ৭.৪২ লক্ষ আর ম্যাপ মুদ্রণ করা হয় ৩.২৬ লক্ষ। এ সময়ে ২০০০ মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয় ৩,৫০০ মৌজার স্বত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ)।

(৫) আন্ত:জেলা ও আন্ত:উপজেলা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করা ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বান্দরবান (নাইখ্যংছড়ি)—কক্সবাজার (রামু) এবং নারায়ণগঞ্জ (সোনারগাঁ)—মুন্সিগঞ্জ (মুন্সিগঞ্জ সদর) জেলাসমূহের মধ্যকার ২টি আন্ত:জেলা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি করে জেলা প্রশাসকদের নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

(৬) আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ৪৫০টি বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়।

(৭) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস,

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৮) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আরএস খতিয়ানসমূহ অন-লাইনে প্রদর্শন ও বিতরণের লক্ষ্যে Access to information -এর সহযোগিতায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর আরএস খতিয়ান সিস্টেম তৈরি করেছে। এর লিঙ্ক http://land.gov.bd-এর মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় ভূমিসেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের ভোগান্তি বহুলাংশে লাঘব করা সম্ভব, যা ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী অর্জন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইতোমধ্যে ৫৩টি জেলার ৩২১টি উপজেলার মোট ১ কোটি ১ লাখ ১১ হাজার ৭০১টি খতিয়ান এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন হয় এবং তা RS-K সিস্টেমে প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট জেলার প্রস্তুতকৃত প্রায় ০২ কোটি আর এস রেকর্ডের উপাত্ত উক্ত RS-K সিস্টেমে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও অনলাইনে প্রদর্শনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৯) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তাঁর উত্তরাধিকারগণের হিস্যা বা মালিকানার একটি ন্যায়সঙ্গত বিলি-বন্টন না হলে বিভিন্ন ধরণের জটিলতাসহ প্রায়শ মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব ঘটে। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণই সঠিকভাবে এ সম্পত্তি বন্টনের বিধি-বিধান বা হিস্যা সম্পর্কে অবহিত নন। তাই এ সম্পত্তির বন্টনের জন্য একটি সহজ ও সরল পদ্ধতির প্রবর্তন আবশ্যক। সম্পদ বন্টন ব্যবস্থার জটিলতা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্তৃক তৈরিকৃত এই উত্তরাধিকার বাতায়ন এবং অ্যাপের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সিস্টেমটি প্রাথমিকভাবে ইসলামিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি হলেও বর্তমানে এর ভার্সন-০২ (হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য) তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১০) ভূমির শ্রেণিসমূহকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য, প্রয়োগযোগ্য ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান পর্যালোচনা করে বিদ্যমান ১,১২৪টি ভূমির শ্রেণিকে ১৬টি শ্রেণিতে রূপান্তর করে পরিপত্র জারি করা হয়।

(১১) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থনৈতিক অঞ্চল, আইটি পার্ক, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বাহিনীসহ অন্যান্যদের সর্বমোট ১৩১৯৭.৬৬৫৫ একর অকৃষি খাসজমি এবং ভূমিহীন ১৪,৭৪৭ টি পরিবারের মধ্যে ৫৬৩৬.৩১৫৮একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

(১২) ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণী ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকার রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিগত অর্থবছরে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয় সর্বমোট ৭০৩ কোটি টাকা (সাধারণ ৫৬১ কোটি এবং সংস্থা ১৪২ কোটি টাকা)।

(১৩) সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি)/রাজস্ব সার্কেলের জন্য ডাবল কেবিন পিক-আপ সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৯৪টি গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং নতুন সৃজিত ১৭টি সার্কেল/উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে গাড়ী সরবরাহ করার জন্য টিওএন্ডই ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে।

(১৪) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি সংস্কার বোর্ডের 'ভূমি সংস্কার বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা (GOVERNMENT ACQUIRED ESTATES) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ নামে দুটি নিয়োগ

বিধিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটি ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(১৫) ভূমি আপীল বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত: সরকারের ভিশন-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দিকনির্দেশনা ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভূমি রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে 'Web-based Land Appeal Case Management Application System for Land Appeal Board'-শীর্ষক কর্মসূচি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়। পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশের বিচারপ্রার্থীকে প্রায়শই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভূমি আপীল বোর্ডে আসতে হত এবং মামলার তথ্য জানার জন্য নানাবিধ ভোগান্তিতে পড়তে হত। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মামলার প্রাথমিক তথ্য, প্রয়োজনীয় দালিলিক কাগজপত্র, আদেশ ও রায় ইত্যাদি তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করানোর জন্য অনলাইন/ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এস এম এস ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। এর মাধ্যমে জনগণ তাদের মামলার তথ্য বাড়ীতে বসেই অবহিত হতে পারছেন। সমগ্র দেশের ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত নিম্ন আদালতসমূহ ৪৯৭টি উপজেলা, ৬৪টি জেলা ও ০৮টি বিভাগের মধ্যে এবং ভূমি আপীল বোর্ডের মধ্যে বিচারিক তথ্য আদান প্রদানের জন্য Network Application System চালু করা হয়। যার মাধ্যমে সকল সরকারি অফিস এবং দেশের সেবা গ্রহীতাগণের নিকট তথ্য ও সেবা আদান-প্রদান অতি সহজেই সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে চলমান মামলা এবং দৈনন্দিন মামলার কজলিস্টসহ মামলা সংক্রান্ত সকল তথ্য ভূমি আপীল বোর্ডের ওয়েবসাইট www.lab.gov.bd-তে নিয়মিতভাবে প্রকাশ/আপডেট করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৬৭টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

(১৬) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম এর আওতায় পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৯২৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৫০,৯৩,৮০০টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে ১,২১,৬৭,৮২২টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৪৯,৯৫,০০০টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয় এবং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫৫০.১৫ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮১.৩৯ শতাংশ।

(১৭) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত স্থাপিত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০,৭০৩টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি মোট ৯৪,১৮১.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগস্ট ২০১৫ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮,১০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭,৯২২টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৬,৮৯৪.৪৩ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭১.০৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮,৫০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া গুচ্ছগ্রামে প্রতিটি পরিবারকে ৪-৮ শতক খাসজমির কবুলিয়াত সম্পাদন, ৩০০ বর্গফুটের দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর প্রদান, নলকূপ স্থাপন, মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, বিধবাদের ক্ষেত্রে নারীর নামে কবুলিয়ত সম্পাদন এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়।

(১৮) দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর আর্থিক সহযোগীতায় 'Establishment of Digital Land Management System (DLMS) through Digital Survey and Settlement Operations of 3 (three) City Corporations,

1 (one) Prourasava and 2 (two) Rural Upazilla of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও নারায়গঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং কুষ্টিয়া সদর ও ধামরাই উপজেলায় এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৩৫১৮৬.২২ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ৭০৮২.৯৬ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৮১০৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৭ সেপ্টম্বর ২০১৮ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৭৪ লক্ষ টাকা।

(১৯) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৬টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, দেশের জরাজীর্ণ উপজেলা ও ইউয়িন ভূমি অফিসসমূহের ভবন নির্মাণ এবং দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭৪৬৭৮.০২ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২২৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয় এবং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৩,৯১৮.৩৬ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৫.৪২ শতাংশ। এছাড়া, প্রকল্পভুক্ত ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২০) সারাদেশের আরো ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৬৪৬টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় এবং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৮৫ শতাংশ। অবশিষ্ট ভূমি অফিসের কাজ চলমান রয়েছে।

(২১) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ছাদের নিচে এনে জনগণকে সহজতর 'One Stop Service' প্রদানের নিমিত্ত ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ১৪,৭২৯.৮২ লক্ষ টাকা। ২টি বেইজমেন্টসহ মোট ২০তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। এতে ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম-২য় (সিভিআরপি) প্রকল্প, ঢাকা বিভাগের উপভূমি সংস্কার কমিশনার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস এর জন্য এই ভবনে স্পেস বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি ফ্লোর ঢালাই করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮টি ফ্লোর ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২টি বেইজমেন্ট ও ১১টি ফ্লোর ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৪৬ শতাংশ।

(২২) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা ও অবকাঠামো বৃদ্ধির নিমিত্ত 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত ডরমিটরি, ২টি কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, ব্যায়ামাগার, ক্রীড়া ও বিনোদন কক্ষ এবং সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক প্রয়োজনীয় দপ্তরসহ নতুন অবকাঠামো নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পটি জুন ২০১৯ সনে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ফলে পূর্বের একই সময়ে ১টি কোর্সে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর স্থলে বর্তমানে একই সময়ে ৩টি কোর্সে একসঙ্গে ৮৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলকে আবাসিক সুবিধা প্রদানসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

(২৩) চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি-৪)-এর আওতায় ১৪ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে ২০ হাজার একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং খাসজমির প্লট টু প্লট সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭৬৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি পরিবারকে ১-১.৫ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ১২,৪৬১টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৫৩৯টি পরিবারের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্তের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১,০৪৭টি পরিবারের মধ্যে খাসজমি বিতরণের অগ্রগতি ৬৮.০৩ শতাংশ। ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১২.৬২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, আরও ৬ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) নামক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৪) দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন পাঁচটি দফতরের এবং ৬৪টি জেলায় কর্মরত ১৭ হাজার ৫৭৬ জন কর্মচারীর মধ্যে সম্পদের হিসাব দাখিল করেছেন ১৭ হাজার ২০৮ জন কর্মচারী। বিভাগীয় মামলায় সাময়িক বরখাস্ত ও দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে থাকার কারণে ৩৬৮ জন কর্মচারী সম্পদের বিবরণী দাখিল করতে পারেননি।

(২৫) 'রাখবো নিষ্কণ্টক জমি বাড়ি, করব সবাই ই-নামজারি' প্রতিপাদ্যে গত ১০-১৬ এপ্রিল, ২০১৯ এক দেশব্যাপী সপ্তাহব্যাপী 'ভূমি সেবা সপ্তাহ ও ভূমি উন্নয়ন কর মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক জেলা, উপজেলা, রাজস্ব সার্কেল, ইউনিয়ন ও পৌর ভূমি অফিস, তথা ৮টি বিভাগ, ৬৪ জেলা এবং ৫০৭টি উপজেলায় ভূমি সার্কেল অফিসে সেবা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন ও জনসাধারণের মাঝে ভূমি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী এই মেলা বিশেষ অবদান রাখে।

(২৬) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ষাণ্মাসিক প্রকাশনা (বার্তা/Newsletter) 'ভূমি বার্তা' প্রকাশ। দেশের ভূমি সেক্টর সম্পর্কে জনগণ ও ভূমি সেবা প্রদানকারীদের নিয়মিত অবগত ও সচেতন করা এ প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

২.২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(১) জেলা রেকর্ড রুমকে ডিজিটাল রেকর্ড রুম বা ভার্চুয়াল রেকর্ড রুমে রূপান্তর করা হবে। সেজন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(২) ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্পন্ন করা;

(৩) ভূমির সকল আইন ও বিধি-বিধানকে একত্রীত করে ই-বুক তৈরি করা;

(৪) মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনলাইন হাজিরা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা;

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয়ে একটি হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নাগরিক অসন্তুষ্টি কঠোরভাবে তদারকি করা হবে;

(৬) ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের উদ্যোগ বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৭) ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা মোবাইল সার্ভিস হিসেবে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নাগরিকগণ যাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভূমি সেবা এক স্থান হতে পেতে পারে তার কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৮) অন-লাইন ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি এবং নাগরিকদের নিকট হতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৯) ই-নামজারির সঙ্গে নামজারি রিভিউ মামলা সিস্টেম একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১০) অন-লাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে যুক্ত করা হবে।

(১১) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবাকে সরকারের অন্যান্য সেবার সঙ্গে Synchronize করে ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা প্রদান পদ্ধতিকে অটোমেশন করার লক্ষ্যে 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প' নামক একটি নতুন প্রকল্প নেয়া যা বাস্তবায়ন হলে Online Smart Land Management প্রবর্তন সম্ভব হবে।

ছবি ২.১: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক - গ্রুপ ছবি

২০ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অবস্থিত রোজরিস্তার সদর দপ্তরে, বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী এবং রাশিয়ার 'ফেডারেল সার্ভিস ফর স্টেট রেজিস্ট্রেশন, ক্যাডাস্ট্রে এন্ড কার্টোগ্রাফি' (রোজরিস্তার)'র প্রধান ভিক্টোরিয়া আব্রামচেঙ্কোর নেতৃত্বে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আনুষ্ঠানিক এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ২.২: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক - ভূমিমন্ত্রীর বক্তব্য

২০ জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অবস্থিত রোজরিস্তার সদর দপ্তরে, ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ-রাশিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, এমপি। পাশে উপবিষ্ট রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ভিক্টোরিয়া আব্রামচেঙ্কো

ছবি ২.৩: আর এস খতিয়ান উন্মুক্তকরণ

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘হাতের মুঠোয় খতিয়ান’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী আর এস খতিয়ান অনলাইনে অবমুক্তকরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩২ হাজার জরিপ-কৃত মৌজার ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর এস খতিয়ানের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাকীগুলোও পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে

ছবি ২.৪: সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে, ঢাকা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ঢাকা মহানগরসহ সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, এমপি।

তৃতীয় অধ্যায়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

৩.১ সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে ভূমি অটোমেশনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । অধুনালুপ্ত ১১১টি ছিট মহলের ভূমি জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম ১ম পর্যায় প্রকল্পের ২৫২টি গুচ্ছগ্রামে ১০,৭০৩টি পরিবারকে ও ২য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। দেশের ৩টি উপজেলায় ১২০টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৪৭টি মৌজার চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় ২ কোটি খতিয়ান কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে এবং উহা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ১২,০০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলায় ৩২৬টি ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও জিআইএস বেইজড ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্পের আওতায় ১৯টি জেলা ও প্লেন ল্যান্ডের ২টি জেলাসহ সর্বমোট ২১টি জেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩.২ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রমে জরিপ বিভাগে প্রশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল ও সফটওয়্যারের অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব সার্কেল বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি অফিস সৃজিত না হওয়ায় এবং বর্তমান অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনেক পদ শূণ্য থাকায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে জনবলের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় কর্মপরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.৩ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ই-ভূমি সেবা প্রদানের জন্য সকল পর্যায়ে One-Stop সার্ভিস চালু করা হবে। ভূমি জরিপ ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অন লাইন RS-K (Rivisional Survey-Khatian) সিস্টেম তৈরী করা হবে। ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরের বিদ্যমান সীমানা পিলার পুন:নির্মাণ/মেরামতের উদ্দ্যোগ নেয়া হবে। সারাদেশে ১৩৯ উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ, ৩৫৯টি উপজেলা ভূমি অফিস সংস্কার ও সম্প্রসারণ, ৩৬০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ৭টি বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ৪টি বিভাগীয় ভূমি ভবন নির্মাণ, ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস প্রতিষ্ঠা, সার্ভে ও

সেটেলমেন্ট একাডেমি স্থাপনসহ সকল জরিপ ও রাজস্ব অফিসে ই-হাজিরা চালু করা হবে। সারাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করা হবে। ৫০,০০০ গৃহহীন মানুষকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হবে। কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১৮ প্রক্রিয়াধীন।

৩.৪ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ

- ৪৮৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও ৬৯২২টি গৃহহীন পরিবারকে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ৭০৩.১৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়, ১২.৮৬ লক্ষ নামজারি মামলা, ৪৯৮০ সার্টিফিকেট মামলা ও ৩৭৮৪২টি মিস মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- ২২.৯৬ লক্ষ খতিয়ান প্রস্তুত-পূর্বক ভূমি মালিকদের নিকট হস্তান্তর এবং ৫৫০টি পিলার মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। ২২.৯৬ লক্ষ খতিয়ান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ডিজিটাল জরিপ (কিস্তোয়ার) পর্যন্ত ৩৩টি মৌজার সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৮২% নামজারি ও জমা-খারিজের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- ভূমি উন্নয়ন কর ও কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভিন্ন খাত হতে মোট ১৮২ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং দেশের সকল উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে ই নামজারি সেবা চালু করা হয়েছে।

ছবি ৩.১: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুষ্ঠিত

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে এর আওতাধীন ৫টি দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় সাবেক ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ, এমপি ।

৩.৫.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা	৪৬.৫	[১.১] খতিয়ান হালনাগাদকরণ	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন	%	৩	৮২	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	২৮৭	১০০	৩
				[১.১.২] জেলা রেকর্ড রুমে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৬৭	৬৫	৬২	৬০	৫৮	২১৭	১০০	১
				[১.১.৩] উপজেলা ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	৭০	২৬৯	১০০	১
				[১.১.৪] ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৮২	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	২৭৫	১০০	১
			[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণের জন্য প্রস্তুতকৃত রিটার্ন-৩	%	৪	৭৫	৭৩	৭১	৬৯	৬৭	২৯০	১০০	৪
				[১.২.২] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ)	টাকা (কোটি)	১	৪৫০	৪৪৮	৪৪৬	৪৪৪	৪৪২	৫৬৪.১৫	১০০	১
				[১.২.৩] ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানযোগ্য হোল্ডিং এর মধ্যে আদায়কৃত হোল্ডিং	%	১	৬৮	৬৬	৬৪	৬২	৬০	২১৭	১০০	১
			[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.৪] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	%	১	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১৬৫.৭	১০০	১
			[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	১	১০৮	১০৬	১০৪	১০২	১০০	১৭৬.০৭	১০০	১
			[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	%	১	৮৫	৭৮	৭৫	৭৩	৭২	২৫২	১০০	১
				[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	%	১	৭৫	৭৩	৭২	৭০	৬৬	৭১	৭৫	০.৭৫
				[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	%	১	৯০	৮৮	৮৫	৮৩	৮০	১০০	১০০	১
				[১.৪.৪] ইজারাকৃত লবণমহাল	%	১	৭০	৬৮	৬৬	৬৩	৬০	৯৭	১০০	১
			[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২	৫১৫	৪৬০	৪১০	৩৬০	৩০৮	৭২৭	১০০	২

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.২] এলএটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২	১৬২৫	১৪৬২	১৩০০	১১৩৭	৯৭৫	২৩৫৮	১০০	২
				[১.৫.৩] ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২	১৪৫০	১৩৫০	১২৫০	১১৫০	১১০০	১৮১৭৫	১০০	২
				[১.৫.৪] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২	৬০০	৫৪০	৪৮০	৪১০	৪০০	৭১৬	১০০	২
			[১.৬] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১	২০০	১৯৮	১৯৬	১৯৪	১৫০	৩৪৯	১০০	১
			[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব	%	২	৯০	৮৬	৮৩	৭৯	৭৫	৭৫	৬০	১.২
				[১.৭.২] সি এল এসি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাব	%	১	৯০	৮৬	৮৩	৭৯	৭৫		০	
			[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ	%	২	৬১	৫৯	৫৭	৫৫	৫৩	২১৪	১০০	২

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	%	২	৭২	৬৮	৬৬	৬৪	৬২	২০০	১০০	২
			[১.১০] ভূমি আপীল বোর্ডের আপীল মামলা নিষ্পত্তি	[১.১০.১] নিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলা	%	১	৬০	৫৮	৫৫	৫৩	৫০	৩৮৪	১০০	১
			[১.১১] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.১১.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	১	৪৯৭১	৪৯৬৩	৪৯৫৮	৪৯৫৩	৪৯৪৮	৪৫৭১	০	০
				[১.১১.২] নিষ্পত্তিকৃত অডিট (রাঃ) আপত্তি	%	১	৬২	৬১	৬০	৫৯	৫৮	৬৬	১০০	১
			[১.১২] ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপন, পদসৃজন ও নির্মাণ	[১.১২.১] ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপিত	সংখ্যা	২	১৩১০	১২০০	১১৫০	১১০০	১০৫০	৪৮৫	০	০
				[১.১২.২] স্থাপিত ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পদ সৃজিত	সংখ্যা	২	৩৯৩০	৩৬০০	৩৪৫০	৩৩০০	৩১৫০		০	
				[১.১২.৩] নির্মাণকৃত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সংখ্যা	১	২৫০	২৪০	২৩০	২২৮	২২৫	৭৩৫	১০০	১
			[১.১৩] উন্নয়ন পরিকল্পনা	[১.১৩.১] দাখিলকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা	সংখ্যা	১	৩	২	২	১	১	৬	১০০	১
				[১.১৩.২] বাস্তবায়নকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	৮৫	১০০	০.৫
			[১.১৪] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[১.১৪.১] পরিদর্শনকৃত অফিস	সংখ্যা	১	৭১০	৭০৫	৭০০	৬৯৫	৬৯০	১৭৬৩	১০০	১
				[১.১৪.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	৫১	৪৭	৪৫	৪৩	৪০	১৪০	১০০	১
				[১.১৪.৩] ভিডিও কনফারেন্স আয়োজিত	সংখ্যা	১	৮	৭	৬	৫	৪	১৩	১০০	১

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
২	দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা	১৯.৫	[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] মৌজা জরিপকৃত	সংখ্যা	৫	৮০০	৭২০	৬৪০	৫৬০	৪৮০	৫৪২.৯১	৬৭.৮	৩.৩৯
			[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশ	[২.২.১] স্বত্বলিপি প্রস্তুতকৃত	সংখ্যা লক্ষ	৩	৬.৮০	৬.৭০	৬.৬০	৬.৫০	৫.০০	১১.০১	১০০	৩
			[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশ	[২.২.২] স্বত্বলিপি প্রকাশ	সংখ্যা লক্ষ	৩	৭.৫০	৭.২৫	৭.০০	৬.৮৫	৬.০০	১৪.৪১	১০০	৩
				[২.২.৩] মুদ্রিত ভূমি স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত ও হস্তান্তরিত	সংখ্যা লক্ষ	২	৯.২৫	৯.০০	৮.৯৫	৮.৯১	৮.০০	১২.৭	১০০	২
			[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা লক্ষ	২	১২.৫০	১২.২৫	১২.১০	১২.০৬	১১.০০	৩৭.০৫	১০০	২
			[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা	১	২	১	১	১		২	১০০	১
				[২.৪.২] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	১	৫	৪	৩	২	১	১৩	১০০	১
				[২.৪.৩] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শনের সুপারিশের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	১৪০	১০০	০.৫
			[২.৫] স্বত্বলিপি, কম্পিউটারে সংরক্ষণ	[২.৫.১] আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজডকৃত	সংখ্যা লক্ষ	২	১০.১৫	৯.১৩	৮.১২	৫.১৪	৫.০০	২৪.৯	১০০	২

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৩	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন	৫	[৩.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি চিহ্নিত	একর	১	১৩৫০০	১১৭১৮	১০৮০০	৯৪৫০	৮১০০	১৮৩৫৪৪৬.১৬৯	১০০	১
				[৩.১.২] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি	একর	১	১০০০০	৯০০০	৮০০০	৭০০০	৬০০০	৩৪৬০.৫৮১	০	০
				[৩.১.৩] শনাক্তকৃত ভূমিহীন পরিবার	সংখ্যা	১	৪০১৯২	৩৬১৭২	৩২১৫৩	২৮১৩৪	২৪১১৫	২০৭৩৬	০	০
				[৩.১.৪] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	সংখ্যা	১	২০০০০	১৮০০০	১৬০০০	১৪০০০	১২০০০	১২১৮৭	৬১	০.৬১
			[৩.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাস জমি	একর	০.৫	৪৫০০	৪০৫০	৩৬০০	৩১৫০	২৭০০	১৩৩৭৭.৪৭৪৫	১০০	০.৫
			[৩.৩] গুচ্ছগ্রাম সৃজন	[৩.৩.১] গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	সংখ্যা	০.৫	২৫০০০	২৪০০০	২০০০০	১৫০০০	১২০০০	৬৯২২	০	০
৪	ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৪	[৪.১] আইন ও বিধি-বিধানসমূহ যুগোপযোগিকরণ	[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত যুগোপযোগী আইনের তালিকা	সংখ্যা	১	১						০	
			[৪.১] আইন ও বিধি-বিধানসমূহ যুগোপযোগিকরণ	[৪.১.২] প্রণীতব্য নতুন আইনের খসড়া	সংখ্যা	১	১					৪	১০০	১
				[৪.১.৩] প্রণয়নকৃত নতুন আইন	সংখ্যা	১	১					৩	১০০	১
				[৪.১.৪] বাংলা ভাষায় অনুদিত আইন/বিধি-বিধান	সংখ্যা	১	১					৪	১০০	১

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[এম.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০		০	
				[এম.১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত **	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		০	
				[এম.১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত ***	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	২৫	৭০	০.৭
			[এম.১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[এম.১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১	১৫-০১-২০১৯	১৭-০২-২০১৯	৩১-০৩-২০১৯	৩০-০৪-২০১৯	৩০-০৫-২০১৯	২৭-০২-২০১৯	৮৮	০.৮৮
			[এম.১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১-০৩-২০১৯	১৮-০৩-২০১৯	২৫-০৩-২০১৯	০১-০৪-২০১৯	০৮-০৪-২০১৯	১৮-০৩-২০১৯	৯০	০.৯
			[এম.১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[এম.১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১০-০১-২০১৯	১৭-০১-২০১৯	২৪-০১-২০১৯	২৮-০১-২০১৯	৩১-০১-২০১৯	১০-০১-২০১৯	১০০	০.৫
				[এম.১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৭৫	৭৬	০.৩৮
			[এম.১.৫] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০		০	

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[এম.১.৫] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.২] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১-১২-২০১৮	১৫-০১-২০১৯	০৭-০২-২০১৯	১৭-০২-২০১৯	২৮-০২-২০১৯	২৭-০৮-২০১৮	১০০	১
			[এম.১.৬] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.১.৬.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৫৪.৫	৬৪	০.৩২
				[এম.১.৬.২] অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ	%	০.৫	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৫৩.৭৫	৬৪	০.৩২
			[এম.১.৭] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[এম.১.৭.১] পিআরএল আদেশ জারীকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০			৫০.৫	০	০
				[এম.১.৭.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০			৫২.৭৫	০	০
এম.২	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৮	[এম.২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.২.১.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	১৬০	১০০	০.৫
				[এম.২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১৩৬	১০০	০.৫
			[এম.২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[এম.২.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-০২-২০১৯	১৭-০২-২০১৯	২৮-০২-২০১৯	২৮-০৩-২০১৯	১৫-০৪-২০১৯	০৩-০২-২০১৯	১০০	০.৫

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[এম.২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[এম.২.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩-০২-২০১৯	১৭-০২-২০১৯	২৮-০২-২০১৯	২৮-০৩-২০১৯	১৫-০৪-২০১৯	০৩-০২-২০১৯	১০০	০.৫
			[এম.২.৩] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[এম.২.৩.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত	সংখ্যা	০.৫	১					৪	১০০	০.৫
				[এম.২.৩.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩				৯	১০০	০.৫
			[এম.২.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[এম.২.৪.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৮২.৬	৬৫	১.৩
			[এম.২.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.২.৫.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১২৫	১০০	০.৫
			[এম.২.৬] অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	[এম.২.৬.১] নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০		৯০	১০০	০.৫
			[এম.২.৭] বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	[এম.২.৭.১] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৯৫	৯০	০.৯
			[এম.২.৮] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[এম.২.৮.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০		০	

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৪	[এম.৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন ****	[এম.৩.১.১] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩				৩	৯০	০.৯
				[এম.৩.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		০	
			[এম.৩.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[এম.৩.২.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য ও অনলাইন সেবা ৩৩৩ সহ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	১	১০০	৯০	৮০			৮০	৮০	০.৮
			[এম.৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[এম.৩.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫-১০-২০১৮	২৯-১০-২০১৮	১৫-১১-২০১৮	২৯-১১-২০১৮	১৩-১২-২০১৮		০	

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[এম.৪.১] অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	[এম.৪.১.১] স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	তারিখ	০.৫	২৪-০৬-২০১৮	২৬-০৬-২০১৮	২৮-০৬-২০১৮				০	
			[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল	[এম.৪.২.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৯-০৮-২০১৮	২৭-০৮-২০১৮	২৯-০৮-২০১৮	০৩-০৯-২০১৮	০৫-০৯-২০১৮	১৯-০৮-২০১৮	১০০	০.৫
			[এম.৪.৩] দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদান	[এম.৪.৩.১] ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	৩১-০১-২০১৯	০৭-০২-২০১৯	১০-০২-২০১৯	১১-০২-২০১৯	১৪-০২-২০১৯		০	
			[এম.৪.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[এম.৪.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১	৬০					১৪৮৬.২২	১০০	১

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	৭৬.৮৫

*সাময়িক (provisional) তথ্য

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ খাসজমি

৪.১.২ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশই কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু' প্রকারের খাসজমি আছে, কৃষি খাসজমি এবং অকৃষি খাসজমি। সারাদেশে মোট কৃষি খাসজমির পরিমাণ ১৭৫০২২৩.১৮ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমাণ ৪৫৫২৪৮.৯৮ একর। সারাদেশে অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ২৩১৪৫৭৩.৬৮ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ১২১৮৬৩.৩৮ একর।

টেবিল ৪.১: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তালিকা

বিভগের নাম	মোট খাসজমি (একরে)			বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি (একরে)		মোট খাসজমি (একরে)
	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঢাকা	১৭৯৮৩২.৯২	২৬৯৫৭৩.৪৪	৪৪৯৪০৬.৩৬	৭১৯৩৩.২৫	৯৬০০.৬৩	৮১৫৩৩.৮৮
ময়মনসিংহ	১১৪৮২১.৬৮	৯১১৬০.৩৯	২০৫৯৮২.০৭	৬১৪৯৭.৭৮	১৭০০.৬৮	৬৩১৯৮.৪৬
সিলেট	১৫৮২৯৯.৯৫	২১৬৮১৬.৯৬	৩৭৫১১৬.৯১	৬১৮৭১.০৮	১৩০৫২.৭১	৭৪৯২৩.৭৯
বরিশাল	১৯৮৫০৩.৬৫	১৬১৬.৮৭	২০০১২০.৫২	২৩০৭২.৩৭	১১২৭.৭০	২৪২০০.০৭
খুলনা	৯৪৫০১.৩৬	১৩২৭৫৭.০৯	২২৭২৫৮.৪৫	৪৯৮৬.২৮	৮৬৮.৭৯	৫৮৫৫.০৭
চট্টগ্রাম	৭৫৬৪৬৮.৮৬	১৩১৮৭৫৪.৮৬	২০৭৫২২৩.৭২	১১৬০৭৭.৭০	৯০৭৪৭.৭২	২০৬৮২৫.৪২
রাজশাহী	১১১৩৪৬.৮৬	১৬৬৫৯০.৫৭	২৭৭৯৩৭.৪৩	৪২২০০.৬২	২৬৭২.৭৫	৪৪৮৭৩.৩৭
রংপুর	১৩৬৪৪৭.৯০	১১৭৩০৩.৫০	২৫৩৭৫১.৪০	৭৩৬০৯.৯০	২০৯২.৪০	৭৫৭০২.৩০
সর্বমোট	**১৭৫০২২৩.১৮**	**২৩১৪৫৭৩.৬৮**	**৪০৬৪৭৯৬.৮৬**	**৪৫৫২৪৮.৯৮**	**১২১৮৬৩.৩৮**	**৫৭৭১১২.৩৬**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে । কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ এর আলোকে সারা দেশে ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে ২,৭৬,৩৪৯ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ১,৪৫,৭৩১.৩৬ (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত একত্রিশ দশমিক তিন ছয়) একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৪,৭৪৭ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৫৬৩৬.৩১৫৮ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাসজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবার এবং তাদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমির পরিমাণ (বিভাগভিত্তিক তালিকা)।

টেবিল ৪.২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

বিভাগের নাম	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি (একর)	ভূমিহীন পরিবার
ঢাকা	২১১৫.৭৪৬৮	৩৪১২
ময়মনসিংহ	১৪৪.৫১৪৬	৯৫৬
খুলনা	২২৩.৬০	১২৭৮
চট্টগ্রাম	১৫৪৫.০০	২১৭০
রাজশাহী	৯১.৮২০৫	১২২০
বরিশাল	১০৪৮.৩১	২০৪১
সিলেট	৪৯.৩২৩৯	৮৭৫
রংপুর	৪১৮.০০	২৭৯৫
সর্বমোট	**৫৬৩৬.৩১৫৮**	**১৪৭৪৭**

অপরদিকে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ এর আওতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদান বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি,স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ১৩১৯৭.৬৬৫৫ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৪.৩: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

সরকারি দপ্তর	বেজা	হাইটেক পার্ক	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	বিভিন্ন বাহিনী	ব্যক্তি,শিক্ষা,ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	মোট
৩৯৭.৮৪৯৫	১২৪৯৭.৯৭৮৬	২৭.৪৫২২	০.৯৭২৮	২.২৮৫	২৭১.১২৭৪	**১৩১৯৭.৬৬৫৫**

৪.১.২ চা বাগান

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লিজ প্রদান, লিজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের

একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৫৮টি। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি এবং ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৭ টি।

চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া ইজারা বহির্ভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। সারা দেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা এবং ইজারা বিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা নিম্নে 'ছক' আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৪.৪: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা

মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন			ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন			ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন		
০১।	মৌলভীবাজার	৯২টি	০১।	মৌলভীবাজার	৮৪টি	০১।	মৌলভীবাজার	০৮টি
০২।	সিলেট	১৯টি	০২।	সিলেট	১৫টি	০২।	সিলেট	০৪টি
০৩।	হবিগঞ্জ	২৪টি	০৩।	হবিগঞ্জ	২৩টি	০৩।	হবিগঞ্জ	০১টি
০৪।	চট্টগ্রাম	২১টি	০৪।	চট্টগ্রাম	১৫টি	০৪।	চট্টগ্রাম	০৬টি
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি	০৬।	রাঙ্গামাটি	-	০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি
সর্বমোট=		**১৫৮টি**	**সর্বমোট=**		**১৩৭টি**	**সর্বমোট=**		**২১টি**

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৫৮টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৫৮টি।
- ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা - ১৩৭টি।
- ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা - ২১টি।
- ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলি আধুনিকায়ন করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৭ পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থনৈতিক অঞ্চল, আইটি পার্ক, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বাহিনীসহ অন্যান্যদের সর্বমোট ১৩১৯৭.৬৬৫৫ একর অকৃষি খাসজমি এবং ভূমিহীন ১৪,৭৪৭ টি পরিবারের মধ্যে ৫৬৩৬.৩১৫৮একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

ছবি ৪.১: ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে খুলনা বিভাগের ৭ টি জেলা - খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, সাতক্ষীরা, নড়াইল এবং বাগেরহাট জেলায় অনুষ্ঠিত ৪ দিন ব্যাপী ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

৪.২ প্রশাসন

৪.২.১ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা):

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মোট অনুমোদিত পদ ৩৫৩৮৮টি। তার তন্মধ্যে পূরণকৃত পদ ২৬৬৩০টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৮৭৫৮টি। শূন্য পদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৫৫৭টি, ২য় শ্রেণীর ৫৩৬টি এবং ৩য় শ্রেণীর ৫০৮০টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ২৫৮৫টি। শূন্য পদের মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের শূন্যপদ ৪৬০৮টি । নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না থাকায় উক্ত শূন্যপথসমূহে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

সারা দেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মঞ্জুরীকৃত পদ ৫০০ টি। এর মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে কর্মরত রয়েছে মোট ৩৯২ জন এবং শূন্য পদ রয়েছে মোট ১০৮টি।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে সারাদেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সকল ধরণের সরকারী ভূমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ, মোবাইল কোর্ট, বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের ৪৯৪টি কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১ (এক)টি করে ডাবল কেবিন পিক আপ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫১,২৯,৫০০/-(একান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ৯৬টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫০,২৯,৫০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ১৯২টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হিসেবে ২০৬টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয় এবং ইতোমধ্যে উক্ত গাড়িসমূহ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়।

পরবর্তীতে নতুনভাবে সৃজিত চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার বাকলিয়া, কাট্টলী ও পতেঙ্গা রাজস্ব সার্কেল অফিস, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলা ভূমি অফিস, সিলেট সিটি-কর্পোরেশন এলাকার মহানগর রাজস্ব সার্কেল ভূমি অফিস ও ওসমানীনগর উপজেলা ভূমি অফিস, বান্দরবন পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ভূমি অফিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি, কাপ্তাই ও কাউখালী উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি ও লক্ষীছড়ি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলা ভূমি অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১টি করে সর্বমোট ১৭টি ডাবল কেবিন পিকআপ সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে গত ১৫/১২/২০১৯ তারিখে ৯৬৭ নম্বর স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । উক্ত গাড়িসমূহ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান। জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে ১৬ গ্রেডের ৩৪৬ টি ও ২০ গ্রেডের ১০০টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। জরিপ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের জন্য ৩৫টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে ৭৩ (তিয়াত্তর)টি ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা পদায়ন রয়েছে। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে কোন কর্মকর্তা পদায়ন নেই। ২৮-১২-২০১৬ তারিখ থেকে মাঠ পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

৪.২.৩ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা

টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১	১ম শ্রেণি	৩০২	৩১৬৫
২	২য়শ্রেণী	২৪৮	১১৪৪

	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা
৩	৩য় শ্রেণি	১৬৪	৮২০
৪	৪র্থ শ্রেণি	১৬৪	১০৬৭
	মোট	**৮৭৮**	**৬১৯৬**

টেবিল ৪.৬: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

	নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয়/আপিল মামলার সংখ্যা			২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিশপ্ততিকৃত বিভাগীয়/আপিল মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুত/বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	
	০৫	০৯	১৩	২৭

৪.২.৪ ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্ন

ভূমি-সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে বিগত ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় চলমান উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ঐ সভায় উক্ত সময় পাইলট আকারে গৃহীত ই-নামজারি সিস্টেমটি পর্যবেক্ষণ-পূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জুন ২০১৮ এর মধ্যে সারাদেশে ই-নামজারি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন যা পরবর্তীতে জুন ২০১৯ এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

সে অনুযায়ী জুন ২০১৯ এর মধ্যে ই-মিউটেশন সিস্টেম বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ড উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হার্ডওয়্যার সরবরাহ সহ কানেক্টিভটি নিশ্চিত করে এবং এটুআই প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারকারী-প্রশিক্ষণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি-এর সার্বিক দিকনির্দেশনায় ও ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী-এর নেতৃত্ব ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে, দেশের ৬১ জেলায় গত পহেলা জুলাই ২০১৯ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিসে এবং ৩৬১৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ই-নামজারি বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, ইউএসএইড এবং ইউএনডিপি এর সহায়তায় পরিচালিত, এটুআই-এর কারিগরি সহযোগিতায় ও ভূমি মন্ত্রণালয়-এর তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ই-নামজারি কার্যক্রম সারাদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে।

চার্ট ৪.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব

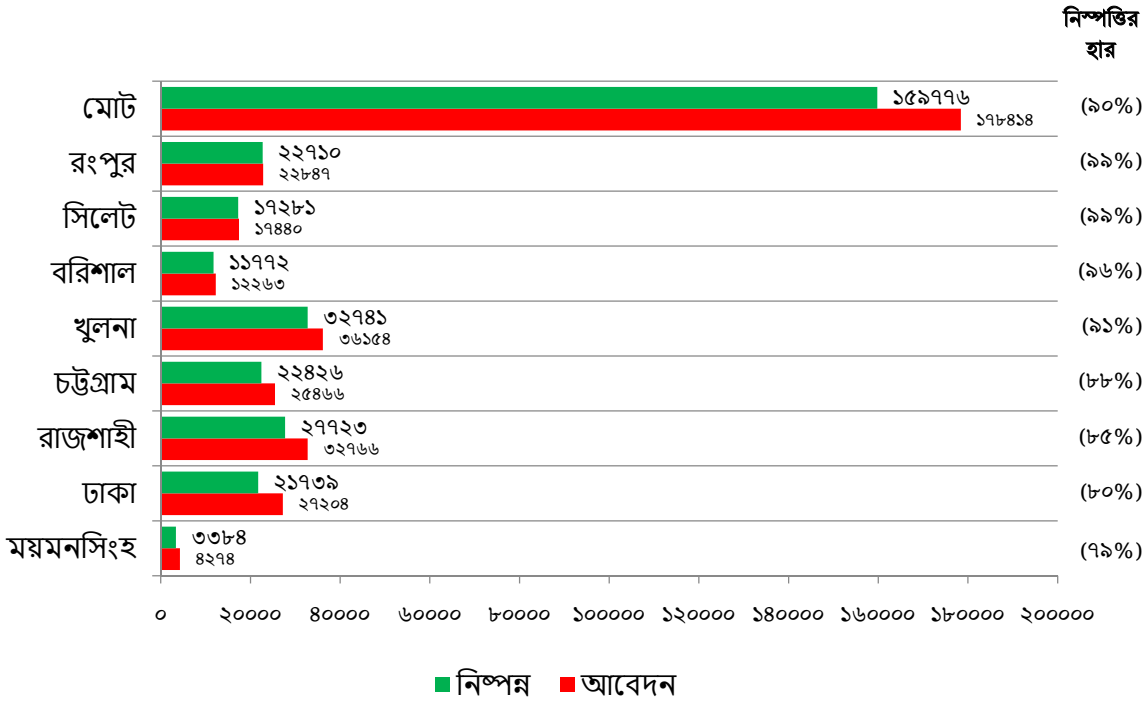

ছবি ৪.২: 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠিত

১৩ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে একটি সভা মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'কে পরবর্তীতে অবহিত করা হয়

৪.৩ সায়রাত মহল

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিস্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্যমহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিস্পন্ন করা হয়। দেশের সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারের মেয়াদ শুরুর প্রাক্কালে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ,২০০৯ প্রণীত হয়েছে ।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী ১৪২৬-১৪৩১ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড এর অনুকূলে ইজারাকৃত জলমহালের সংখ্যা-১৫৪টি

(ক) জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে জলমহালের সংখ্যা

- ২০ একরের উর্দ্ধে জলমহালের সংখ্যা-২,৪৯৭টি;
- ২০ একরের নীচে জলমহালের সংখ্যা- ৩২,৮৪২টি

(খ) প্রাকৃতিকভাবে মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং মা মাছ সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে:

- গাজীপুর জেলার- ‘কামশন বিল’, ‘আউলা বিল’, গলাচিপা কুম বিল’, ‘গাবতলী বিল’, এবং সৈয়দপুর কুম জলমহাল;
- শেরপুর জেলার মালিজি নদীর ধেয়ার কুর’ জলমহাল ;
- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন যদুরিয়া বিল ‘(হাইল হাওড়)’ ও ‘চাপড়া মাগুরা বিল’ (বাইক্কা বিল)’ এবং ‘হাকালুকি হাওড়’, মাইছলার ডাক’ , টোলার বিল জলমহাল ;
- সিলেট জেলার ’কেন্দ্রী বিল’ জলমহাল;
- সুনামগঞ্জ জেলার টাংগুয়ার হাওড়’ জলমহাল;
- নেত্রকোণা জেলার ‘ফরিদপুরের ঘোনা’ জলমহালটি অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

(গ) রাজস্ব আয়:

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জলমহাল হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৯৭,৬৩,৬৬,২৮৪/- (সাতানব্বই কোটি তেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত চুরাশি) টাকা মাত্র ;

(ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালের সংখ্যা:

- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (হিলিপ) প্রকল্পে 1426 বাংলা সনের 30শে চৈত্র পর্যন্ত 240টি জলমহাল হস্তান্তরিত রয়েছে।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীন নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্পে 1429 বাংলা সনের 30শে চৈত্র পর্যন্ত পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় 783টি পুকুর হস্তান্তরিত রয়েছে।

(ঙ) নিম্নে বর্ণিত জলমহালগুলো ঐতিহ্যবাহী/দর্শনীয় হিসেবে মন্ত্রণালয় হতে আদেশের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে-

- দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন রামসাগর দিঘী ;
- সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন হুরা সাগর ;
- রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেক হ্রদ;
- বরিশাল জেলার দূর্গাসাগর দিঘী।

৪.৩.১ হাট-বাজার

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন,১৯৫০ এর ২০ ধারা মোতাবেক জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজারসমূহ সরকারের মালিকানায় ন্যস্ত হয়। হাট ও বাজার (স্থাপন ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৩ ধারা মোতাবেক (১) বর্তমানে বলবত অপর কোন আইনে যাহা কিছু বর্ণিত থাকুক না কেন সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় এবং উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর স্থাপিত যে কোন হাট ও বাজার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ হতে অধিগ্রহণ করতে পারবে, (২) কোন হাট বা বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে উপধারা (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার তারিখ হতে অনুরুপ হাট বা বাজার দায়মুক্তভাবে সরকার বরাবর অর্পিত হবে, (৩) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধির আলোকে নির্ধারিত পন্থায় উপধারা (১)এর অধীন প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কালেক্টর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

সরকারি খাসমহালের অন্তর্ভুক্ত জমিতে স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তাবিত হাট-বাজারসমূহ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০-এর ২২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা বা বিলুপ্ত করা হয়। যে সূত্রেই বা যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন এ সকল হাট বাজার সম্পূর্ণরূপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানায় ন্যস্ত। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে হাট-বাজার হতে প্রাপ্ত আয় এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বন্টনের জন্য কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়েছে ।

টেবিল ৪.৭: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমান
ঢাকা	হাটবাজার	১২৭৩	১০১৩	২৬০	৬২,৬৭,০৩,৭৬৫/-
চট্টগ্রাম	হাটবাজার	১৬১৮	১১৬৫	৪৫৩	৫৯,৭২,০৩,২০৫/-
রাজশাহী	হাটবাজার	১১৪৬	৯৫৯	১৮৭	১১,৬৬,৬৪,৩০৩/-
খুলনা	হাটবাজার	৯৭৫	৭৯৭	১৭৮	৯৬,৯৯,৮৩,৮৯২/-
বরিশাল	হাটবাজার	৯৬১	৭২৩	২৩৮	২১,০৬,৪৯,১৪৯/-
রংপুর	হাটবাজার	১২৭১	৯১৫	৩৫৬	৯৪,১৫,১৯,৯৭৬/-
সিলেট	হাটবাজার	৩০৪	১৯০	১১৪	২০,৯৪,১৯,৮১৩/-
ময়মনসিংহ	হাটবাজার	১০৩৯	৭৮৭	২৫২	৪৪,০৪,৯৬,৮২৭/-
	মোট	**৮,৫৮৭ টি**	**৬,৫৪৯টি**	**২,০৩৮টি**	**৪১১,২৬,৪০,৯৩০/-**

সমগ্র দেশের ০৮ (আট)টি বিভাগে মোট হাট-বাজারের সংখ্যা ৮,৫৮৭টি, তন্মধ্যে ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজার ৬,৫৪৯ টি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ ৪১১,২৬, ৪০,৯৩০/- (চারশত এগারো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ

হাজার নয়শত ত্রিশ) টাকা। উক্ত ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

৪.৩.২ বালুমহাল

বালুমহাল ব্যবস্থাপনা, ইজারা প্রদান, এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, এর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয় । উক্ত আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী বালুমহাল ঘোষণা, ইজারা প্রদান, বিপণন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত বালুমহালগুলো প্রতি বাংলা সনের ১ লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের জন্য উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়।

টেবিল ৪.৮: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমান
ঢাকা	বালুমহাল	৭৩	২৭	৪৬	১,২৯,৪৮,৪২০/-
চট্টগ্রাম	বালুমহাল	১৮৪	১০৬	৭৮	১৭,৬৯,৭৭,১৭১/-
রাজশাহী	বালুমহাল	৫৪	৪১	১৩	২০,৯৫,৩৯,৮৫৮/-
খুলনা	বালুমহাল	৪৮	১১	৩৭	৭১,৭০,৫০০/-
বরিশাল	বালুমহাল	৫৫	২৮	২৭	৪,৯০,১৬,০৩৫/-
রংপুর	বালুমহাল	৫৭	৪৯	৮	৬৪,৮৫,৩৪৪/-
সিলেট	বালুমহাল	৪৫	২৩	২২	৮,১৪,১৬,৫০৫/-
ময়মনসিংহ	বালুমহাল	৩৪	২৩	১১	৯,২১,৪৯,৯২৩/-
	মোট	**৫৫০**	**৩০৮**	**২৪২**	**৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬/-**

সমগ্র দেশে ০৮ (আট)টি বিভাগে মোট বালুমহাল ৫৫০টি, ইজারাকৃত বালুমহাল ৩০৮টি , ইজারা বাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ -৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬ /- (তেষট্টি কোটি সাতান্ন লক্ষ তিনহাজার সাতশত ছাপান্ন) টাকা। যা সরকারি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩.৩ চিংড়িমহাল

চিংড়ি একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ খাতকে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়িমহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ি উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য শুধু চিংড়ি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নহে, সে সাথে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট চাষীর আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ির মান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের অবস্থানে উন্নীতকরণ।

দেশের চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগে মোট চিংড়িমহাল -১,৫৮৫টি, ইজারাকৃত চিংড়িমহাল ১,৩৭২টি, ইজারা বাবদ টাকার পরিমাণ-২,৮৭,২০,২৭৪/-(দুই কোটি আটাত্তর লক্ষ বিশ হাজার দুইশত চুয়াত্তর) টাকা। ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে সরকারি কোন চিংড়িমহাল নেই।

৪.৩.৪ লবণ মহাল

লবণ আমাদর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি আবশ্যক উপাদান। জাতীয় স্বার্থে এ উপাদানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য লবণ চাষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে লবণমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার ফলে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তৃনমূল চাষীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। সাধিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লবণ চাষের উন্নয়ন। বাংলাদেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগে লবণমহাল আছে। দেশের অন্য কোন বিভাগে লবণমহাল নেই।

লবণমহাল থেকে ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ- ১,৭২,৩৫০/- (এক লক্ষ বায়াত্তর হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

৪.৪ আইন

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত চারটি অধিশাখা/ শাখায় বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন অধিশাখা-১, আইন অধিশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন অধিশাখা-৪। এই চারটি অধিশাখা/শাখার কার্যক্রমের মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তরের আইন ও মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছেঃ

৪.৪.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম

(ক) রিট মামলা/সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/ কনটেম্পট মামলা/নামজারী মামলা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিচালিত নিম্নবর্ণিত রিট মামলা/সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/ কনটেম্পট মামলা/ খাসজমির রেকর্ড সংশোধনের নামজারী মামলার কার্যক্রম :

টেবিল ৪.১১: বিভিন্ন মামলার কার্যক্রম সংখ্যা

সন	রিট পিটিশন	সিভিল পিটিশন	এটি/এএটি	কনটেম্পট	নামজারি
২০১৬	১১২৮টি	-	২৬টি	১০টি	৪৭টি
২০১৭	২৩৮১টি	০৮টি	৩২টি	১৮টি	৬৯টি
২০১৮	১২৩৪টি	১০টি	১৭টি	২২টি	৩৪টি
২০১৯	৮৩৯টি	০৮টি	১৩টি	২৩টি	৫৯টি
মোট	**৫৫৮২টি**	**২৬টি**	**৮৮টি**	**৭৩টি**	**২০৯টি**

(খ) নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ কার্যক্রম সহজীকরণ

The State Acquistition & Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৩ ধারার বিধান মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বাহুলাংশে নির্ভরশীল। উক্ত আইনের ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারায় কালেক্টর/রাজস্ব অফিসারের উপর নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর উপর ন্যস্ত। উত্তরাধিকার বা রেজিস্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের পরিপত্রের মাধ্যমে সাধারণভাবে প্রাপ্ত আবেদনের নামজারি ও এলটি নোটিশের বুনিয়াদে নামজারির সময়সীমা ২৮ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রবাসীদের জন্য নামজারির সময়সীমা মহানগরের ক্ষেত্রে ১২ কার্যদিবস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ৯ কার্যদিবস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া, ব্যবসাবাণিজ্য সহজীকরণের জন্য কোম্পানী টু কোম্পানী নামজারির জন্যে ৭ কার্যদিবস সময়সীমা নির্ধারণ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(খ) রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা

ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া হয়ে পড়লে বকেয়া কর আদায়ের জন্য ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদালতে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলা সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ মোতাবেক নিষ্পত্তি করে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সারাদেশে মোট ৮,১৫৬ টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার মধ্যে ৮৯১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

(গ) ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণী ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমি মন্ত্রী ও মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৫৬০.৮১ কোটি এবং সংস্থা ১৪২.৩৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.১২: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায়

বিভাগের নাম	সাধারণ দাবি (কোটি টাকায়)	আদায় সাধারণ (কোটি টাকায়)	সাধারণ আদায়ের হার (%)	সংস্থার দাবি (কোটি টাকায়)	সংস্থার আদায় (কোটি টাকায়)	সংস্থার আদায়ের হার (%)	পুঞ্জিভুত আদায়ের হার (%)
ঢাকা	১৬০.৪৫	১৬৬.০৯	১০৩.৫২	১৪৫.৩১	৫১.৭৩	৩৫.৬	৫৪.৩৩
ময়মনসিংহ	১১.৩৬	২০.৭৩	১৮২.৩৮	১৭.৫৯	৮.২৫	৪৬.৯২	৭৯.৬৪
চট্টগ্রাম	৯৮.২৮	১৪৩.৬৮	১৪৬.২০	৩৭২.৭৯	৩৭.৬৭	১০.১১	৩৮.৫০
খুলনা	৭২.৪২	৭৪.৪১	১০২.৭৫	১০৯.৫১	১২.১০	১১.০৬	৩৯.০৬
রাজশাহী	৬১.৪১	৬৯.৯০	১১৩.৮২	৪৪.৫২	১১.৬৫	১৩.৯৪	৬৪.১৯
রংপুর	৩২.৯৩	৩৫.৫৩	১০৭.৯১	৫৬.৭৫	৭.৪৬	৭.৩৭	৩৮.৬০
বরিশাল	২০.০৩	২০.৮৭	১০৪.১৫	১১.০১	৫.১০	৪৬.৩৩	৬৬.৪২
সিলেট	২৮.৩২	২৯.৫৭	১০৪.৪০	৩২.৭২	৮.৪০	১১.১৯	৪১.৮৪
মোট	**৪৮৫.২৩**	**৫৬০.৮১**	**১১৫.৫৮**	**৭৯০.২২**	**১৪২.৩৮**	**১৮.০২**	**৫৫.১৩**

(ঘ) দেওয়ানী আদালতের রায় মোতাবেক সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে নামজারি কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯/ ২৭ ভাদ্র ১৪২৬ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০০৬.১৯-৭১৪ নম্বর পরিপত্রের মাধ্যমে দেওয়ানী আদালতের রায় মোতাবেক সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে নামজারি কার্যক্রম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১১/০৫/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ/ ২৮/০১/১৪০১ বঙ্গাব্দ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/বিবিধ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে সিএস, এসএ বা আরএস জরিপে ব্যক্তির নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়েছিল অথবা কোন আইনগত প্রক্রিয়ায় খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির কোন তথ্য/প্রমাণ নেই এবং সরকারের দখলে নেই এমন ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি আরএস/সিটি জরিপে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ডে ভুলবশতঃ সরকারের নামে রেকর্ড হওয়ার ক্ষেত্রে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল বা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়-ডিক্রি ও সরকারি রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শন করে সরকারি স্বার্থ নেই মর্মে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) নামজারির বিষয়ে আদেশ প্রদান করবেন।

(ঙ) অর্পিত সম্পত্তি

Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965) এবং তদাধীন প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 মোতাবেক তত্তাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত তথাকথিত শত্রু সম্পত্তি Enemy Property (Continuance of

Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 এর ৩(১) ধারা মোতাবেক সরকারে ন্যস্ত হয়; যা Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 এর ২(জি) ধারামতে অর্পিত সম্পত্তি বা Vested Property হিসেবে নামকরণ করা হয়। অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমূহ বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে জনস্বার্থে আইনটি একাধিকবার (১ম সংশোধন ডিসেম্বর ২০০২, ২য় সংশোধন ডিসেম্বর ২০১১, ৩য় সংশোধন জুন ২০১২, ৪র্থ সংশোধন সেপ্টেম্বর ২০১২, ৫ম সংশোধন মে ২০১৩ এবং ৬ষ্ঠ সংশোধন অক্টোবর ২০১৩) সংশোধন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তিসমূহ আইনানুগভাবে প্রত্যর্পনের নিমিত্তে সরকারের নিয়ন্ত্রণভুক্ত অর্পিত সম্পত্তিকে 'ক' তালিকার গেজেটে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণবিহীন অর্পিত সম্পত্তিকে 'খ' তালিকার গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

'ক' তফসিলে প্রকাশিত দেশের মোট প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ২,২০,১৯১.৭৪২১৫ একর । উক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলমান আছে। ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ১,১৪৭৪৯টি। তন্মধ্যে ১২,১৯০টি মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং ১৪৬০১টি মামলায় আবেদনকারীর বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। রায় মোতাবেক ১০২৫৫.১৫ একর সম্পত্তি অবমুক্ত হয়েছে। 'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা ও অবমুক্তি সংক্রান্ত জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী নিম্নরূপ :

টেবিল ৪.১৩:'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা ও অবমুক্তি সংক্রান্ত জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী

ক্রঃ নং	জেলার নাম	'ক' তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)	দায়েরকৃত মোট মামরার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ (একরে)		পুঞ্জিভূত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ			
					মামলার সংখ্যা		জমির পরিমাণ (একরে)	
			মামলার সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একরে)	আবেদন কারীর পক্ষে	আবেদনকারীর বিপক্ষে	আবেদনকারীর পক্ষে	আবেদনকারীর বিপক্ষে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	ঢাকা	১২৩৩৩.২	৭১৮৯	৩০২০.৩৮	২১৮	৮৯৮	৪৮.৭৮৫৮	৩০০.৪৪১২
২।	নারায়নগঞ্জ	১৭৫০.৮০৩	২২৭৪	৭৮১.০৩৩	১৩৬	৮৪	৭৪.০৫৬৩৫	১২.৯০৯৭
৩।	মানিকগঞ্জ	৩৫৯৮.৯৪৫৮	২১৩৯	১৫৯৭.৪৭	৫৭৭	৩১০	৪৩৩.০৯	১৭৩.১৮
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৪৯৪৬.৫২	১৩২৪	১২৪৬.০৬	৪০৩	৫৬০	২৮০.৯৩৯৬	২২৮.৬১৯৪
৫।	নরসিংগী	১৫৫৩.৭২৫	৮২৮	৪৮৮.৯০৮৬	৯১	২৫	৫৪.৯৭১২	১৮.৩৪
৬।	গাজীপুর	৪২৫৮.১৮	৩২৭৭	০	৮৫৩	১২৫৫	০	০
৭।	শরীয়তপুর	১০৯৮.৭৫০৯	১০৬৮	৭৮৪.৪৭১৫	৮	৪৪	৯.৭৭	৫০.৫১৩৮
৮।	মাদারীপুর	১৪৫৬.৩২৬৮	১৪৭২	১৪৫৬.৩২৬৮	১৬৭	২৪৭	৯৫.৮৮৪৫	২০০.৬৮৭৬
৯।	টাংগাইল	২৬০৮.৫৫	১০৭২	৭২৮.২২	২১	২৭	১৯.২৯	১০.৮২
১০।	ফরিদপুর	৩৩১৯.৪৫৭	২৫১১	১৯৪২.৯৭	৩৮৪	২১০	১৪৬.৪৫	১৫৫.৪৮
১১।	রাজবাড়ী	৩২০৭.৬১২৫	২৮২৭	১২৯৭.৯৩	১১৪১	২৮০	৪৫০.৯৬১	১৭৭.৬৭
১২।	কিশোরগঞ্জ	২৪০৪.৪৫৭৭	৭৭২	৬৬৮.৬৬	৪	৮	২.০৫	৯.৪৪
১৩।	গোপালগঞ্জ	৪২২৪.৯৩	৩১৫৪	২২৪৪.৮৫	২২৬	১৫৭	১৪৯.১৯২৬	২৭১.০৬৮৫
১৪।	চট্টগ্রাম	৯২২০.০৩	১১৫১৩	৫২৪৫.১৬	২৮	৬৯	৫৬.০৭৫	১২৩.৫৬৫
১৫।	কক্সবাজার	১০৬৮.৮৯	২৭৭	৬৭২.০৮৭	২১	১০	১৩.৮৮৯৩	৫.১
১৬।	কুমিল্লা	১৭২৩.৯৯	৮৭৪	৬২২.৫১৫	৭৯	২২০	৩২.৭৯৭	৬১.৩৬৬

ক্রঃ	জেলার নাম	'ক'	দায়েরকৃত মোট মামরার সংখ্যা		পুঞ্জিভূত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ			
১৭।	নোয়াখালী	২৪৮৩.২৬১৫	১৬৮৪	১২৫৩.৭০২৯	২১০	২৭৫	১৮৭.০৭৭৫	১৪৮.৭৬৫.৭৬৫
১৮।	চাঁদপুর	১৫৪৩.১৯২৪	১৪৩৪	৯৯৯.১০৫১	২২০	২৬৭	১৬২.৬৪৪৯	১৯৪.৩৫২৭
১৯।	লক্ষ্মীপুর	২৩৭৬.৬২৪৮	৯৮৬	১২১০.০০১	৯৪	৮৯	১০৯.৩৬৬৪	৮৯.৯৪৬৭
২০।	ফেনী	৫৪২.৪৬	৬৯৬	৪৬৫.৯৫	১৫৫	২৫১	৬৪.২১	১০৫.০৩৫
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩২৪.৪৯	৫৮৭	৩১০.৩৩৩	৭৫	১৮৮	৫১.৪৯	৭৮.৬৪১৬
২২।	রাজশাহী	৫২০.২৩৭	১৩২৭	৫২৫০.২৪	৬৯	১৪১	৩৮	৫২
২৩।	নওগাঁ	৯৪১৭.১৯	১৯১৪	২৩২৪.৪৮	৮০	৪১০	৫৭.৭৩	৩৫৩.৯১
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৮৯.১৫৪৯	৩৬৪	৫৯০.৫০৯	৬৬	২২১	১০৫.৪৫	২১৬.৮১
২৫।	সিরাজগঞ্জ	১১৫৪২.৫৯	৩৮৮৪	৩৫৯৭.১১০৫	৬২২	১২১৯	৫১৯.১৭৩৩	১৩৬২.৬২৯৬
২৬।	বগুড়া	১৬৩০.২২	১০৬৯	৮৭২.৯২২৯	২২৩	৩২১	২২৭.০৩১৬	৩০৫.০৭৪২
২৭।	পাবনা	৬৩৯৭.০৬	৩১২১	৩৭৯৬.০২	৩৭১	৩৪২	৩৪৩.০৮৫৭	৪২৭.৮৯৪১
২৮।	নাটোর	২৬৬৭.১১	৭১১	১৩৮৮.৯৫	১৪৪	১৬৫	২০৩.০৪৪৯	৪২৮.৩৮৬৫
২৯।	জয়পুরহাট	৭৩৪.৩৮৫	৪৫৩	৬৫০.২৯৮	৭৩	৯৯	৮৫.৬৩৯২	১৫১.৭৬৫
৩০।	রংপুর	৮৯৮.২৩৮	২৮৩	৬৬১.৫১	৭৮	১৫২	৮৫.৭৯৫৬	৩৯২.৯৭৯৪
৩১।	দিনাজপুর	৪৬৪৫.১৬	১৪৫৮	৩৫৩৯.৮৫	৫	১৮১	২.২৬	৯৬.৮৪৬১
৩২।	লালমনিরহাট	৭৪৫.৪৫	২১৫	৩১২.২১৮	২	৯	৩.৩৭	১০.৯৫
৩৩।	নীলফামারী	১৯৬৫.৭৮	৫০০	৮১৯.৬৮৫	৮০	২২২	৫৫.৪৯৪২	২৫৫.২৫০৫
৩৪।	গাইবান্ধা	১৬৭৬.৭৫	২৩০	২৭৪.১৮৫	৪০	৮৩	১৮.৮৯	১৬০.৩৪
৩৫।	ঠাকুরগাঁও	২৮১৩.৬	১৩৮১	২৫০৬	২০৭	১৬২	২৭৫.৩০৭	২১৯.২৬
৩৬।	কুড়িগ্রাম	৮৭৬৮	১২০৩	২৭৫৩.৩৮	৯	১৭৮	২.৫৮	২২৮.৮৪
৩৭।	পঞ্চগড়	৪০৬৭.৯৫৭৬	৪৯৬	১৭৯৪.১৭৫	২৬	৭২	১৬১.০৫	২৩০.৩৮৫
৩৮।	খুলনা	১২৭৬৭.২	৫২৭১	৮৩৪৭.৬৫	৯১	৬০	৪৯.৯৯	২৯.৬
৩৯।	বাগেরহাট	৬৭০০.৩৯	৪১১২	৫৪০৩.৯৯	৩১৭	২৮২	৭০১.০৪৩৬	৪৭০.৪২১
৪০।	যশোর	৫৪৬২.২৯	২৬২৩	২৩৮৯.৮৩	৯৭	৯৬	৭৪.৫৮	৯৯.৩১
৪১।	সাতক্ষীরা	১০৭০৪.৯	৪৬৮৪	৯৭১১.৮৪	১৪৯	১০৪	৩৬২.৮৮	৩৩১.৮৬
৪২।	মেহেরপুর	২৬২.৭৬	২২৮	৭০.৫৯৮৯	১১৩	৩৮	৩৬.৫৩৪৩	১৪.৪৫৬২
৪৩।	নড়াইল	১৫৯৩.৬৫	২০০৫	৮৬৫.০৫	৩৩৭	৪৫১	২১৯.৬৩২৫	২২৮.৮৬৫
৪৪।	কুষ্টিয়া	২৩১৪.১০০৩	১৩৭	৯৭.৯৮৯৩	৫৪	৪	৪৯.৮১০৯	১.৮৯
৪৫।	ঝিনাইদহ	৪০৩০.৫১	১৪৯০	৪০২৬.৯	১৬৭	৯১	১২০.৭৭	৬৫.২৩
৪৬।	মাগুরা	১৫০৫.৪৯	২১৪৫	১৭৭০.৮২	১৩৩২	১৯২	১০০৫.১৪	১৪৯.১৮
৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	৯৫০.৫০৯	১৯০	১৫১.১৪	৫৯	৮৭	৫৪.১০৬৩	৫৩.৪৯৬৬
৪৮।	বরিশাল	৮৭৬৮.৯৪	৫১৮৭	৮৫৭৪.৫১২	৫৭	১০১	৮২.২২	১৩৬.১২
৪৯।	পিরোজপুর	৩১৩৬.৬৮২৮	২৯৩৩	৩৬৮৮	৩০৩	৫০	৩৯৬.২৫৬৪	৪৪.২২৫
৫০।	বরগুনা	১২৪৮.৭৭৭৫	৩৭১	১১০৬.৩৮০৭	১৯	৩৯	৩২.৩৮১৭	৯৭.১৪৫১
৫১।	ভোলা	২৪২৫.৬৯৭৮	৮৭৯	২৪২৫.৬৯৭৮	১৪৯	৩১৬	৫৪৫.১৪৬৬	৭৬৩.৫০৯৪
৫২।	পটুয়াখালী	২৯১৫.৯৮	১০৯৮	২০৫৩.৩৮	৮০	৭৬	১০৩.৭৩	১৫০.৬৩
৫৩।	ঝালকাঠি	৮৭৫.৪৪০৯	৮২৩	৮৭৫.৪৪০৯	১১৮	২৭০	৭২.৪১৫	২৭১.২৩
৫৪।	ময়মনসিংহ	২২০৪.৫৬	৮২৩	৪৪৩.৬২৮	২১	৮২	১৪.০৩৮৯	৪৬.০১১৪
৫৫।	শেরপুর	৬৫০০.২	১৬১০	১৯০৮.৫২	১১	১৩৩	১১.৪৪	১৭৭.১২৫
৫৬।	নেত্রকোণা	৩৯৯৬.০৭	১৪০৭	১৩৭২.৩৫	২২২	২১২	১৮৭.৩৪	১৮৯.৪৭
৫৭।	জামালপুর	৭৭১.৮৯৩	৩৮৪	৩১৮.২৮৪	৪৩	১১৪	৪১.৩৮২	৭৬.৬৬৩৬

ক্রঃ	জেলার নাম	'ক'	দায়েরকৃত মোট মামরার সংখ্যা		পুঞ্জিভূত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ			
৫৮।	সিলেট	৬৯৮৯.৮১	২৭৮২	৩৭৪৭.৭৪২২	৯০৯	৯৯১	১১৫৯.৪২৩৩	১১৭৬.৬২০৬
৫৯।	হবিগঞ্জ	৫১৪৫.৪১৩৪	২৮৮১	১৯৬৩.৮৭৩	৩৩	৬৫	৩৫.৪২৬৫	৭৯.২৩৫
৬০।	সুনামগঞ্জ	১২৪০৪.৯৫৯	২১১৪	৫৪৫.৪	২১০	২০৬	২৬৭.৭৩৯	৩৮৪.৯৩৪৬
৬১।	মৌলভীবাজার	৫০৬১.৮২৮	২০০৫	২৩৯৮.৩০৩	২৭	২৮	১৮.৭৬	১৬.৫
	মোট	**২,৩৫,১৬১.৩৬১**	**১,১৪,৭৪৯**	**১,২২,৪২৫**	**১২,১২৪**	**১৩,৫৩৯**	**১০,২৬৯.০৮**	**১২,২১৪.২৩**

অপরদিকে মোট ৭৪৭৫৪১.২১ একর অর্পিত সম্পত্তি 'খ' তফসিলের গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৬ নম্বর আইন) এর বিধান অনুযায়ী 'খ' তফসিল বিলুপ্ত/বাতিল করা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর ধারা ২৮ক এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী ২,৬২,৫৭৮টি আবেদনের বিপরীতে ১,৬৬,৫১৮.২০ একর ভূমি ব্যক্তির অনুকূলে রেকর্ড সংশোধন করা হয়েছে।

'ক' তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তির সালামী বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে দাবী ৪১,৬২,০৫,৬২৫/- টাকা এর বিপরীতে মোট ৮,৫৪,২৮,০৮৩/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

১৯৯৫ সালের পর দীর্ঘ ২৪ বছরে অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলেও সালামীর হার বৃদ্ধি করা হয়নি। তাই সালামির হার ন্যায়ানুগ, সময়োপযোগী, বাস্তবভিত্তিক বাজার মূল্য ও ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালামির হার বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধান, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে ইতিবাচক মতামত পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭-এ উল্লিখিত সালামীর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে অস্থায়ীভাবে ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তির সালামি হার জমির শ্রেণি, অবস্থান এবং ব্যবহার অনুযায়ী উক্ত সালামির হার বর্ধিত করে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

(চ) পরিত্যক্ত সম্পত্তি:

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। অতপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned Properties 1982, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকাসমূহের বাড়ী ঘর) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২ এবং The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance 1985 জারি করা হয়। The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রন, ব্যবস্থাপনা ও নিস্পত্তির জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমান ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর যার মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিমান নিম্নরূপ।

টেবিল ৪.১৪: মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমান

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	জমির পরিমান (একর)
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৪৬৫.৩৮০৮
২।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪৯৩.৩৩৫৪
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩.৮৬০০
৪।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২.৯৪৩২
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৫৫৩৫
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০.২৪২০
৭।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০.২৫০০
৮।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৮.৯০৪৪
৯।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.০০০০
	সর্বমোট	**৬,০৬৮.৪৬৯৩**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের নামে নামজারি করার জন্য স্মারক নম্বর ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৩৬.১৪.৪৩৬ তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ মূলে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(ছ) বিনিময় সম্পত্তি

বাংলাদেশ হতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হতে বাস্তত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে আসা মুসলমানদের মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ এর পূর্বে সম্পাদিত দলিলমূলে বিনিময়কৃত সম্পত্তিসমূহ বিনিময় সম্পত্তি নামে পরিচিত। এ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরের সত্যতা যাচাইক্রমে প্রকৃত বিনিময়কারীগণের অনুকূলে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে জেলা প্রশাসক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে থাকেন।

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার

(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি)

(৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সমাজ সেবক - সদস্য

ইতোপূর্বে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৬১.১৬-০৪৬ নম্বর স্মারকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সকল অনিষ্পন্ন বিনিময় মামলা নিষ্পত্তিকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(জ) নতুন আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

(১) বিদ্যমান Land Survey Tribunal ও Land Survey Appelate Tribunal ব্যবস্থা রহিত করে জরিপে চূড়ান্ত প্রকাশিত রেকর্ডের বিরুদ্ধে এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়েরের বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্যে The State Acquistion and Tenancy Act, 1950 এর Chapter XVIIA বিলুপ্ত করার নিমিত্তে The State Acquistion and Tenancy (Amendment) Act, 2019 প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২) ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায়ের জন্য বিদ্যমান Land Development Ordinance,1976 রহিতক্রমে তা সময়োপযোগী করে নতুনভাবে ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৯

প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ করণ সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ গ্রহনান্তে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৩) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অপরিকল্পিতভাবে আবাসন, বাড়িঘর তৈরি, উন্নয়নমূলক কার্য এবং শিল্প-কারখানা বা রাস্তাঘাট নির্মাণরোধ করে ভূমির শ্রেণি বা প্রকৃতি ধরে রেখে পরিবেশ ও খাদ্যশস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে কৃষি জমি ও কৃষি প্রযুক্তির প্রায়োগিক সুবিধার সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৯ প্রণয়নকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় Expert Committee – এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(৪) সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও স্থাপনাদির দখল পুনরুদ্ধার, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, আদায় ও অবৈধ দখলদারের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য বিদ্যমান The Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance (Ordinance xxiv of 1970) পরিমারজন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সমন্বয়ক্রমে সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও স্থাপনাদি (দখল পুনরুদ্ধার) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

(ঝ) বিবিধ উদ্যোগ

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/আদেশ/পরিপত্র সংক্রান্ত সরকারি আদেশগুলোকে সংগ্রহ করে ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল ভলিউম-৩ প্রকাশ করা হয়েছে যা জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে জেলা/উপজেলাসহ প্রশাসনিক সকল স্তরে পৌছানো হয়েছে।

(খ) ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও পেন্ডিং মামলার সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ইতোমধ্যে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের কিছু মামলার ডাটা ইনপুট দেয়া হয়েছে। সফটওয়্যারটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা ব্যপক আকারে প্রচার/ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করা হবে।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক নামজারি মামলার নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল নোটিশ জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসের নামে বিটিসিএল এর অনুমোদনক্রমে একটি ওয়েব পেজ (www.aclandhathazari.gov.bd) খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সেবা প্রার্থীরা তাদের নামজারি মামলার সর্বশেষ অবস্থা, নামজারি আবেদন ফরম ডাউনলোডসহ অন্যান্য তথ্য জানতে পারবে। চট্টগ্রাম জেলার মত সকল বিভাগে এ ধরণের নামজারি সংক্রান্ত ডিজিটাল নামজারি সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য এবং সেবা প্রত্যাশী জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, জনভোগান্তি কমানো, টাকা ও সময়ের অপচয় রোধ করণ, দালালদের দৌরাত্ম্য কমানো এবং সর্বোপরি সেবা প্রত্যাশী জনগণ সরাসরি সেবা গ্রহণ প্রদানের লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ছবি ৪.৩: 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালা

২৫ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করার পর বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, এমপি।

৪.৫ বাজেট

সম্পূরক মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী(পরিচালন ও উন্নয়ন) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে পরিচালন খাতে বরাদ্দ ছিল ১১০২,৯৩,০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১০১৭,৬২,১২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ দাড়িয়েছে পরিচালন খাতে ১১১৫,৬৫,২৩ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ৬৫০,৫৯,৭৮ কোটি।পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় খাত মিলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৭৬৬,২৫,০১ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ-

টেবিল ৪.১৫: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	২০১৮-১৯ বাজেট (অংকসমূহ হাজার টাকায়)	২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট (অংকসমূহ হাজার টাকায়)
০১	সচিবালয়	১৪৪,০০,০০	১৪৮,১৪,০০
০২	হিসাবনিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১৭,২৫,০০	১৮,০৮,১৬
০৩	ভূমি সংস্কার বোর্ড	৮,২৫,০০	১৩,৭৫,৩৫
০৪	জেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	১০২,৬৪,০০	১০৩,০১,৪৫
০৫	উপজেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	২৩৬,৩৬,০০	২২৪,৪০,০৩
০৬	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ	৪১৫,০০,০০	৪১৫,২০,০০
০৭	মেট্রো থানা ভূমি অফিসসমূহ	০	১২,০৯,০৬
০৮	সার্কেল ভূমি অফিসসমূহ	০	২,৩০,৬১
০৭	ভূমি আপিল বোর্ড	৪,০০,০০	৪,৬১,০০
০৮	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র	৪,৪০,০০	৪,৪০,০০
০৯	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৭০,২৩,০০	১৬৮,৭৬,৫৭
১০	ভূমি কমিশন	৮০,০০	৮৯,০০
	উপমোট	১১০২,৯৩,০০	১১১৫,৬৫,২৩
	উপমোট উন্নয়ন ব্যয়	১০১৭,৬২,১২	৬৫০,৫৯,৭৮
	সর্বমোট পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয়	**২১২০,৫৫,১২**	**১৭৬৬,২৫,০১**

৪.৬ জরিপ

ভূমিকা

(ক) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবাৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তম্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপীল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণশেষে চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের সমাপ্তি ঘটে।

(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সারাদেশে ৬ শত ৫০টি মৌজার চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার খতিয়ানের শুদ্ধকপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন জোন হতে প্রেরিত ১০ লক্ষ ৪২ হাজার, খতিয়ানের তথ্য সেটেলমেন্ট প্রেসের কম্পিউটার সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৪২ হাজার এবং ম্যাপ মুদ্রণ করা হয়েছে ৩ লক্ষ ২৬ হাজার। এ সময়ে ২০০০ মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে ৩ হাজার ৫ শত মৌজার স্বত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ)। এ ছাড়া, জনগণের জন্য সেবা সহজলভ্য ও উম্মুক্তকরণের অংশ হিসেবে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপলোড করে উম্মুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন জোন থেকে প্রাপ্ত ২ লক্ষ ৯ শত ৮৩টি মৌজা ম্যাপ স্ক্যান করে আপলোড করা হয়েছে।

(গ) অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধের মধ্যে আন্ত:উপজেলা,আন্ত:জেলা বিরোধসমূহ নিস্পত্তি করা অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বান্দরবান(নাইখ্যংছড়ি) – কক্সবাজার (রামু) এবং নারায়ণগঞ্জ (সোনারগাঁ) - মুন্সিগঞ্জ(মুন্সিগঞ্জ সদর) জেলাসমূহের মধ্যকার ২টি আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি করে জেলা প্রশাসকদের নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ৪৫০টি বিভিন্ন ধরণের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়েছে।

(ঙ) প্রশাসনিক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিদপ্তর ও অধিদপ্তর প্রধানকে 'Head of the Department' ঘোষণার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ৬০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং একই সময়ে ১৩৯ জন বিসিএস ক্যাডার ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাকে 'সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়েছে।

(চ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তরের ৯০ ভাগ নথি ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে। অকেজো ঘোষিত ৩টি গাড়ী নিলামে বিক্রয় এবং নতুন গাড়ী দ্বারা তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সকল তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

(ছ) 'ভূমি ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের অধীনে ভূমি ভবন নির্মাণের কাজ এ পর্যন্ত ৫০ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে। কোরিয়া সরকারের ইডিসিএফ ((Economic Development Cooperation Fund) তহবিলের অর্থায়নে ৩ ৫১ কোটি ৮৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (**'Digital Land Management System(DLMS)'** প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান এবং প্রায় ১২ শত ৩১ কোটি টাকা সরকারি অর্থায়নে **ভূমি**

রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

বিদ্যমান ভূমির বিপুল সংখ্যক শ্রেণিকে সহজবোধ্য, বাস্তবোপযোগী ও স্বল্পসংখ্যক শ্রেণিতে রূপান্তরকরণ এবং খতিয়ান ফরম সংশোধন:

গত ১২/১২/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID) -এর তৃতীয় সভায় বিদ্যমান জরিপ কার্যক্রমে ১৫৩টি শ্রেণির ভূমিকে ১০/১২টি শ্রেণিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সকল জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস হতে সদ্য প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে ৩৩৯টি (কম/বেশি) জমির শ্রেণির অস্তিত্ব রয়েছে। তাছাড়া, সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বর্তমানে প্রায় ১,১২৪টি শ্রেণির জমি অস্তিত্ব রয়েছে।

বিদ্যমান শ্রেণিসমূহকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য, প্রয়োগযোগ্য ও যুগোপযোগী করে ১৬টি শ্রেণিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

কতিপয় শর্ত অনুসরণপূর্বক নিম্নের ছকে বর্ণিত বিদ্যমান শ্রেণিভুক্ত কোন ভূমিকে উহার পার্শ্বে উল্লিখিত হাল জরিপের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

টেবিল ৪.১৬: জমির নতুন শ্রেণিবিভাগ

ক্রম	বিদ্যমান শ্রেণি	হাল জরিপের শ্রেণি
১	বন, জংগল, গজারি বন, শাল বন, সুন্দর বন এবং সমজাতীয় বন ।	বন
২	পাহাড়, টিলা ও পর্বত ।	পাহাড়
৩	নদী, নদ, খাল ও সিকস্তি ।	নদী
৪	হাওড়, বাওর, পুকুর, বিল, দিঘী, লেক, মাটিয়াল, নালা, নয়নজুলি, ডোবা, ছড়া, ড্রেন, ঝরণা এবং সমজাতীয় জলাভূমি ।	জলাভূমি
৫	হালট, গলি, পাকা রাস্তা, সড়ক, কাচা রাস্তা, রাস্তা, গোপাট, রেলপথ, ডহর, ঘাটা, পথ, বাঁধ, বেড়ী বাঁধ, কালভার্ট, স্লুইস গেট, সেতু, ব্রিজ, আইল্যান্ড, ফুটপাত ও সমজাতীয় ।	রাস্তা
৬	বাস টার্মিনাল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ট্রাক টার্মিনাল, ফেরি ঘাট, খেয়া ঘাট, ঘাট, হেলিপ্যাড, নৌঘাট, টেম্পু স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড, ভ্যান স্ট্যান্ড, যাত্রী ছাউনি ও সমজাতীয় ।	টার্মিনাল
৭	নৌ বন্দর, বিমান বন্দর, বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রানওয়ে, পোর্ট, স্থল বন্দর ও সমজাতীয় ।	বন্দর
৮	ছোণখোলা, ভাগার, চরভূমি, ঘাসবন, পান বড়জ, বালুচর, বীজতলা, বাঁশঝাড়, বাগান, গোচরণ ভূমি, পুকুরপাড়, পতিত, লায়েক পতিত, বেড়, নাল, হর্টিকালচার, নার্সারি, ডাঙ্গা, সহরী, বিলান, দলা, ধানী জমি, বেগুন টিলা, মরিচ টিলা, বোরো, টেক, মাঠ, সাটিউরা, আছারউরা, ভিটি, ভিটা, হোগল বন, নলবন, বাইদ, চালা, গভীর নলকূপ ও সমজাতীয় আবাদি ভূমি ।	আবাদি
৯	ছাত্রাবাস, সার্কিট হাউস, উঠান, বাড়ী, বাড়ী ভিটা, টিলা বাড়ী, গুচ্ছ গ্রাম, ডাক বাংলো, শিশু সদন, আঙ্গিনা, বিশ্রামাগার, আশ্রয় কেন্দ্র, কোয়ার্টার, এতিমখানা, বোর্ডিং, রেস্ট হাউজ, পালান বাড়ী, ভিলা, বাহির বাড়ী, গোলাঘর, বৈঠকখানা, বাসভবন, পাতকুয়া, ইন্দারা, কুয়া, খোলান, পালান, গোয়ালঘর, আবাসন, আশ্রায়ন, বাস্ত, বৃদ্ধাশ্রম, ত্রাণ শিবির, পুনর্বাসন কেন্দ্র,পায়খানা, প্রস্রাবখানা, ওয়াস রুম, ওয়াস ব্লক, ব্যারাক, কলোনী ও সমজাতীয় আবাসস্থল ।	আবাসিক
১০	কালেক্টরেট, ব্যাংক, পশু হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, ফায়ার সার্ভিস, হাসপাতাল, জেলা পরিষদ, ডাকঘর, যাদুঘর, ইউনিয়ন পরিষদ, অফিস, আদালত, লাশ কাটাঘর, কোর্ট কাচারী, আদালত ভবন, গবেষণাগার, উপজেলা পারিষদ, থানা, পুলিশ স্টেশন, বেতার কেন্দ্র, টিভি কেন্দ্র, সংসদ ভবন, প্রেস ক্লাব, ক্লাব, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সেনানিবাস, ফাঁড়ি,	অফিস

ক্রম	বিদ্যমান শ্রেণি	হাল জরিপের শ্রেণি
	নগরভবন, পৌরসভা, চক্ষু হাসপাতাল, জেলখানা, পুলিশ লাইন, বিজিবি ক্যাম্প, কাচারী বাড়ী, সামাজিক সেবা কেন্দ্র, পাম্প হাউস, পাওয়ার হাউস, শৌচাগার, লাইট হাউজ এবং সমজাতীয় অন্যান্য অফিস।	
১১	ছাপাখানা,গ্যাস পাম্প, গ্যাস লাইন, পেট্রল পাম্প, গ্যাস ফিল্ড, ডিপো, হিমাগার, ফিলিং স্টেশন, খামার, কসাইখানা, মার্কেট, ইটখোলা, হোটেল, রিসোর্ট, বরফ কল, স' মিল, মোটেল, মিল ঘর, পাথর কোয়ারী, ওয়ার্ক সপ, গ্যাস কেন্দ্র, টাওয়ার, গুদাম, গোডাউন, দোকান, চান্দিনা ভিটি, বাজার, তোহা বাজার, বাজার গলি, গোহাট, হাট, হাট খোলা, পাট মহাল, মাছ পট্টি, মাছ বাজার, কয়লা বাজার, কাচা বাজার, চাউলপট্টি, চান্দিনা দোকান, কাটগোল, ইক্ষু ক্রয়কেন্দ্র, ক্লিনিক, মাতৃসদন, পর্যটন কেন্দ্র, পশু হাট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফার্নিচার, বেকারী, শপিংমল, শপিং টাওয়ার, প্লাজা, ব্রিক্স, টালিখোলা, মৎস্য খামার, কৃষি খামার, পশু খামার, পোল্ট্রি খামার, গোখামার, আবাসিক হোটেল, হিমাগার, গোপাট বাজার, নার্সিং হোম, বেসরকারী হাসপাতাল, গণশৌচাগার, মৎস খামার ও সমজাতীয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি ।	বাণিজ্যিক
১২	কারখানা, ইপিজেড, ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, ট্যানারী, রাইস মিল, চাতাল, মিল, চা বাগান ও সমজাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ।	শিল্প
১৩	সিনেমা হল, চিড়িয়াখানা, পার্ক, টেনিস ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, মিলনায়তন, কমিউনিটি সেন্টার, ব্যায়মাগার, ক্লাব, সুইমিংপুল এবং সমজাতীয় বিনোদন কেন্দ্র ।	বিনোদন কেন্দ্র
১৪	বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয়, একাডেমী, ইউনিভার্সিটি, মক্তব, পাঠশালা, হেফজখানা, শিশু একাডেমী, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, বার লাইব্রেরি, কিন্ডার গার্টেন, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কওমি মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা, মাদ্রাসা, হোমিও প্যাথিক কলেজ, আর্ট কলেজ কারিগরী, কৃষি কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বিজ্ঞানাগার এবং সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১৫	শহীদ মিনার, ম্যুরাল, স্মৃতিসৌধ, কেল্লা এবং সমজাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ।	স্মৃতিস্তম্ভ
১৬	মসজিদ, মন্দির, কালীবাড়ী, সমাধি, দেবালয়, শ্মশান, গির্জা, কবরস্থান, মাজার, প্যাগোডা, ঈদগাহ, দরগাহ, খানকাহ, দরগা শারীফ, পীরস্থান, পীঠস্থান, পীরোত্তর, দেবোত্তর, দেবস্থান, মিশন, বৌদ্ধ মন্দির, আশ্রম, দরগা, গুরু দুয়ার, গণকবর, পূজাখোলা, মঠ, গোরস্থান, ওয়াকফ, এবং সমজাতীয় ধর্মীয় স্থান ।	ধর্মীয় স্থান

ছবি ৪.৪: 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৫ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালার উদ্বোধন করার পর বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

৪.৭ অধিগ্রহণ

জনসাধারণের প্রয়োজন বা জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, প্রত্যাশী সংস্থা এবং জমির পরিমাণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তালিকা নিম্নরূপঃ

টেবিল ৪.১৭: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তালিকা

ক্রম	নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	“পদ্মা সেতু রেল সংযোগ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলাধীন ০৪টি মৌজায় ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ কেসে ৪৪.১৭১৭ (চুয়াল্লিশ দশমিক এক সাত এস সাত) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	০২/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২	“পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাদাই নদীর শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্পের জন্য ১৩/২০১৬-১৭ নং এল, এ কেসে ৭.০০ (সাত দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	০৭/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩	পাবনা জেলার এল. এ কেস নং ২০/২০১৬-১৭ মূলে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন বিলগন্ডহস্তী মৌজায় ৫০.৫০২০ (পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ শূন্য দুই শূন্য) একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি ও অধিগ্রহণ হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৫(১) (বি) ধারা মতে অনুমোদন প্রদান।	০৭/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৪	বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড, গোপালগঞ্জ এর অধীন “তারাইল-পাঁচুড়িয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ (২য়পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পোল্ডার নং-২, ৩ ও ৪ এর পূর্বের নির্মাণকৃত বেড়ি বাঁধের উন্নয়নকল্পে গোপালগঞ্জ জেলার একাধিক উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ২১/১১-১২, ২৪/১১-১২, ২১/১২-১৩, ৪৫/১২-১৩, ০১/১৩-১৪, ১৭/১১-১২, ২০/১১-১২, ২২/১১-১২, ২৬/১২-১৩, ২৫/১২-১৩, ৪৩/১২-১৩, ২৪/১৩-১৪, ১৮/১৪-১৫, ১৭/১৪-১৫ এবং ১৪/১৬-১৭ নং সহ ১৫টি এলএ কেসে সর্বমোট ৭৮.৭৩ (আটাত্তর দশমিক সাত তিন) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ৫(১)(বি) ধারা অনুযায়ী অনুমোদন।	১০/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৫	ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) এর আওতায় গোপালগঞ্জ জেলায় JICA এর অর্থায়নে কালনা সেতু নির্মাণের জন্য কাশিয়ানী উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ১৭/২০১৬-১৭ নং এল এ কেসে ৬২.৫৭১০ (বাষট্টি দশমিক পাঁচ সাত এক শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ৫(১)(বি) ধারা অনুযায়ী অনুমোদন।	২৪/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৬	‘পদ্মা সেতু রেল সংযোগ’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলাধীন ০৪টি মৌজায় ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ কেসে ৪৪.১৭১৭ একর ভূমি ৬(১) ধারায় চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৫/০৭/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৭	'পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প’ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলাধীন বিভিন্ন মৌজায় ০৬/২০১৭-১৮ নং এল এ কেসে ১২২৭.৬৬ (এক হাজার দুইশত সাতাশ দশমিক ছয় ছয়) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী অনুমোদন।	০৫/০৭/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রম	নাম	অনুমোদনের তারিখ
৮	নেত্রকোণা সড়ক বিভাগীয় "শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ০৩(ক)/২০১৬-১৭, ০৩(খ)/২০১৬-১৭, ০৩(গ)/২০১৬-১৭, ০৩(ঘ)/২০১৬-১৭ নং এল এ কেসে ১৮টি মৌজায় ৫৪.২৯৭৫ একর ভূমি ৫(১)(বি) ধারায় চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৪/০৭/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৯	'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলাধীন ০৪টি মৌজায় ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ কেসে ৪৪.১৭১৭ (চুয়াল্লিশ দশমিক এক সাত এক সাত) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী অনুমোদন।	১২/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
১০	'বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলাধীন ০৪টি মৌজায় ১২/২০১৭-১৮ নং এল এ কেসে ৪৯.৬০২৫ (উনপঞ্চাশ দশমিক ছয় শূন্য দুই পাঁচ) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী অনুমোদন।	১৬/১০/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
১১	'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ফরিদপুর জেলায় ০৮/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ২৪৩.৯৫৩০ (দুইশত তেতাল্লিশ দশমিক নয় পাঁচ তিন শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৪/০১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১২	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন 'তারাইল-পাঁচুড়িয়া পোল্ডার নম্বর-৩'-এর স্লুইচ নির্মাণের জন্য ০৭/২০১৬-১৭ নম্বর এল এ কেসে ০.৪১ (শূন্য দশমিক চার এক) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর ৫(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৩/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৩	"সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষকপ্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলাধীন শেরপুর উপজেলার ০৫টি মৌজায় ০৯/২০১৭ নম্বর এল এ কেসে ৯.৩৫০১ (নয় দশমিক তিন পাঁচ শূন্য এক) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	১১/০৪/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৪	"সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II:এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলাধীন শেরপুর উপজেলার ০৩টি মৌজায় ১০/২০১৭ নম্বর এল এ কেসে ১৬.২১১০ (ষোল দশমিক দুই এক এক শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	১১/০৪/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৫	এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বগুড়া জেলাধীন সদর উপজেলার ০১টি ও শিবগঞ্জ উপজেলার ০৫টি মৌজায় ০৩/সাসেক/২০১৮ নম্বর এল এ কেসে ১৪.৩৬৫০ (চৌদ্দ দশমিক তিন ছয় পাঁচ শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৬/০৫/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৬	রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী জেলাধীন পবা উপজেলার ০১টি ও গোদাগাড়ী উপজেলার ০২টি মৌজায় ০৪/১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৫০.৪৯৩৯ (পঞ্চাশ দশমিক চার নয় তিন নয়) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৮/০৫/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
১৭	"পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প" এর জন্য গোপালগঞ্জ জেলায় ০৮/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে২৬৫.৪০৬১ (দুইশত পঁয়ষট্টি দশমিক চার শূন্য ছয় এক) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৮/০৫/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৮	"শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৩/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৫০০.০০ (পাঁচশত দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারায় অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	০৬/০৫/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৯	"শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য০৩/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে৪৯৮.৪৫ (চারশত আটানব্বই দশমিক চার পাঁচ) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৭/০৫/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রম	নাম	অনুমোদনের তারিখ
২০	এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষকপ্রকল্পের জন্য ০২/সাসেক/২০১৮ নম্বর এল এ কেসে১৬.৪৬২৮ (ষোল দশমিক চার ছয় দুই আট) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৮/০৫/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২১	"ইস্তেমা মহাসড়ক (আর-৩০৩) ৪ লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ঢাকা জেলার উত্তরা থানাধীন রানাভোলা মৌজার ০.০৭১০ (শূন্য দশমিক শূন্য সাত এক শূন্য) একর ভূমির যাচিত সকল তথ্যাদি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২২	"নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতায় বন্দর-৫ (লাঙ্গলবন্দ) ৩৩/১১ কেভি ২০ এমভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলাধীন লাঙ্গলবন্দ মৌজায়০.৪০ (শূন্য দশমিক চার শূন্য)একর ভূমি রাজউক ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অধিগ্রহণপ্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২৩	"নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া ফেরীঘাট রাস্তায় ৫৭৬.২১৪ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সংযোগ সড়ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন ১.৬৫১৮ (এক দশমিক ছয় পাঁচ এক আট) একর ভূমির যাচিত সকল কাগজপত্র প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২৪	"পিজিসিবি, ঢাকা কর্তৃক নির্মিতব্য মাধবদী ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি GIS গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নরসিংদীজেলার নরসিংদীসদর উপজেলাধীন আস্টপাইকা মৌজায় ৪.৯৮৮৩ (চার দশমিক নয় আট আট তিন) একর ভূমির যাচিত সকল কাগজপত্র প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২৫	"কাঁচপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন শীমরাইল মৌজায় ০.৫০ (শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য) একর ভূমির যাচিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি প্রাপ্তি এবং BIWTAএর অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২৬	"র‍্যাব সদস্যদের কেন্দ্রীয় আবাসন, স্কুল/কলেজ, হাসপাতালসহ প্রশাসনিক স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ঢাকা জেলার পল্লবী থানাধীন বাউনিয়া মৌজায় ৪.৩৮ (চার দশমিক তিন আট) একর ভূমির যাচিত সকল কাগজপত্র প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি এবং দাগসূচির ১৩০২১২ নম্বর খতিয়ানটি সংশোধন ও জলাধার সংরক্ষণের শর্তে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৭	"নরসিংদী জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নরসিংদী জেলার নরসিংদীসদরউপজেলাধীন ভাগদী মৌজায় ০.৩০ (শূন্য দশমিক তিন শূন্য) একর ভূমির যাচিত কাগজপত্রাদি প্রাপ্তি এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২৮	"নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতায় বাগহাটা মৌজায় নরসিংদী-০৮ (বাগহাটা) ৩৩/১১ কেভি ১০ এমভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নরসিংদী জেলার নরসিংদীসদর উপজেলাধীন বাগহাটা মৌজায় ০.৪০ (শূন্য দশমিক চার শূন্য)একর ভূমি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
২৯	"নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতায় আলগী মৌজায় নরসিংদী-০৮ (আলগী) ৩৩/১১ কেভি ১০ এমভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলাধীন আলগী মৌজায় ০.৪০ (শূন্য দশমিক চার শূন্য) একর ভূমির যাচিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি প্রাপ্তি এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩০	"পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, (পিবিআই) চট্টগ্রাম মেট্রো ও সিআইডি চট্টগ্রাম মেট্রো কার্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী থানাধীন দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজায় ০.৪৮১০ (শূন্য দশমিক চার আট এক শূন্য) একর ভূমির যাচিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রাপ্তি এবং দাগ সূচির খতিয়ান সংশোধনের শর্তে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রম	নাম	অনুমোদনের তারিখ
৩১	“রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানাধীন আলীগঞ্জ ও মোল্লাপাড়া মৌজায় ৯.৪৪৫০ (নয় দশমিক চার চার পাঁচ শূন্য) একর ভূমির যাচিত কাগজপত্রাদি দাখিল সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩২	“পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এবং সিআইডি এর অফিস ও ব্যারাক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলাধীন ভাগদী মৌজায় ১.০০ (এক দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমির যাচিত কাগজপত্রাদি দাখিল এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৩	“বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন দেউলপাড়া ও জালকুড়ি মৌজায় ২৪.৮০ (চব্বিশ দশমিক আট শূন্য) একর ভূমির যাচিত কাগজপত্রাদি দাখিল এবং রাজউক ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৪	বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন দেউলপাড়া ও জালকুড়ি মৌজায় ২৪.৮০ (চব্বিশ দশমিক আট শূন্য) একর ভূমির যাচিত কাগজপত্রাদি দাখিল এবং রাজউক ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৫	“বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন সারাব মৌজায় ৫.৫১০০ (পাঁচ দশমিক পাঁচ এক শূন্য শূন্য) একর ভূমির যাচিত কাগজপত্রাদি দাখিল সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	০৭/১১/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৬	**“**নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর আওতায় মাথরা মৌজার নরসিংদী-১১ (আমদিয়া) ৩৩/১১ কেভি ১০ এমভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ**”** শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নরসিংদীজেলার সদর উপজেলাধীন মাথরা মৌজায়০.৪০ (শূন্য দশমিক চার শূন্য) একরভূমিরযাচিত সকল কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	১৭/০১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৩৭	“শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গাজীপুর সংলগ্ন জায়গায় মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাসসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জয়দেবপুর মৌজায় ২.২৯৫০ (দুই দশমিক দুই নয় পাঁচ শূন্য) একরভূমির যাচিত সকল কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	১৭/০১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৩৮	**“**জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য আঞ্চলিক ক্যাম্পাস স্থাপন**”**শীর্ষক প্রকল্পের জন্য চট্টগ্রাম জেলার সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজায় ১.০০ (এক দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমির যাচিত সকল কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	১৭/০১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৩৯	**“**তালাইমারী চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ**”** শীর্ষক প্রকল্পের জন্য রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া উপজেলাধীন দক্ষিণ কাজলা মৌজায় ০.৪৮১৫ (শূন্য দশমিক চার আট এক পাঁচ) একর ভূমির যাচিত সকল কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	১৭/০১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪০	“বহদ্দারহাট বাঘাইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত সংযোগ খাল খনন ৫/১ শীর্ষক” প্রকল্পের জন্য জন্য চট্টগ্রাম জেলারবন্দর থানাধীনবাকলিয়া মৌজায় ৩.৭৮১৩ (তিন দশমিক সাত আট একতিন)একরভূমির পর্যালোচনায় উল্লিখিত কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি জেলা প্রশাসক/প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪১	“সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ২য় এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ঢাকা জেলার তেজগাঁওথানাধীন তেজগাঁও, শি/এ মৌজার ০.১৯৩৪ (শূন্য দশমিক এক নয় তিন চার) একর ভূমিঅধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪২	“অটিস্টিক হোম” উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন চাইরা মৌজায় ০.০৭৭১ (শূন্য দশমিক শূন্য সাত সাত এক) একর ভূমির পর্যালোচনায় উল্লিখিত কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি জেলা প্রশাসক/প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রম	নাম	অনুমোদনের তারিখ
	গৃহীত হয়।	
৪৩	"জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা-সড়ক নির্মাণ" প্রকল্পে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানাধীন ভোগড়া, নাওজুরি, বাইমাইল ও মিরপুর মৌজার ০.৯১ (শূন্য দশমিক নয় এক) একর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪৪	**"**পাগলা স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন**"** শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ফতুল্লা থানার দাপা ইন্দ্রাকপুর মৌজায় ০.৪৫ (শূন্য দশমিক চার পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪৫	'মিরপুর ডিওএইচএস গেইট-২ হতে মিরপুর বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক' প্রকল্পের জন্য ঢাকা জেলারপল্লবী থানাধীনচাকুলী মৌজায় ০.৩২৯০ (শূন্য দশমিক তিন দুই নয় শূন্য) একরভূমির পর্যালোচনায় উল্লিখিত কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি জেলা প্রশাসক/প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪৬	"জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বরিশাল জেলার বরিশাল সদর উপজেলাধীনরূপাতলী মৌজায় ১.০০ (এক দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমির পর্যালোচনায় উল্লেখিত কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি জেলা প্রশাসক/প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪৭	"লাঙ্গালবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা সড়কের লাঙ্গালবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলাধীন লাঙ্গালবন্দ, বারপাড়া, মুছাপুর, দক্ষিণ কুলচরিত্র মৌজার ২১.৮৩৩০ (একুশ দশমিক আট তিন তিন শূন্য) একর ভূমির এলাইনমেন্ট ঠিক রেখে এবং খাল শ্রেণির ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব হতে বাদ দিয়ে দাগসূচিতে ১৩টি দাগের শ্রেণি উল্লেখপূর্বক কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি দাখিল সাপেক্ষে অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪৮	"সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা-বাইপাস) পিপিপি" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন কাঞ্চন, কেন্দুয়া, গোলাকান্দাইল ও দড়িকান্দি মৌজার ১১.১০৪ (এগার দশমিক এক শূন্য চার) একর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪৯	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা এর প্রশাসনিক ভবন, ট্রেনিং সেন্টার, প্রশিক্ষণ মাঠ, ডরমেটরি ফোর্সের ব্যারাকসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানাধীন মস্তুল ও ডুমনী মৌজার ৭.৪০৬০ (সাত দশমিক চার শূন্য ছয় শূন্য) একরের স্থলে ৫.০০ (পাঁচ দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ, উল্লিখিত পাঁচ একর ভূমির দাগ, খতিয়ান নির্দিষ্টকরণসহ পর্যালোচনায় উল্লিখিত কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি জেলা প্রশাসক/প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৫০	ডিএমপি'র কলাবাগান থানার নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার ধানমন্ডি থানাধীন ধানমন্ডি মৌজায় ০.২০ (শূন্য দশমিক দুই শূন্য) একর ভূমি পর্যালোচনায় উল্লিখিত কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি জেলা প্রশাসক/প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে অধিগ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৭/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

৪.৮ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ (কোটি টাকায়)

টেবিল ৪.১৯: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র:সা:)	এডিপিতে বরাদ্দ(প্র:সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project)	অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০	৯৪১.৮১৩ (-)	১৫২.৪৬ (-)
২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians)	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯	৯২.৭৭ (-)	৩১.৭৪ (-)
৩	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪	জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	৭.৬৯ (৩.১৩৯৪)	০.৬৫
৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প(৬ষ্ঠ	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০	৭৪৬.৭৮০২	১০০.০০
৫	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	১৪৭.২৯৮২ (-)	৩০.০০ (-)
৬	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	৭৩১.৮৬ (-)	১৪৮.৭৭ (-)
৭	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	১৪.২৮৪ (-)	১০.৫৩ (-)
৮	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১ টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প ।	জুলাই,১৮ হতে ডিসেম্বর'২১	৩৫১.৮৬২২	০.০৩

৪.৮.১ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০), প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এবং মন্ত্রণালয়ের মিশন ও ভিশন, ক্যাবিনেট ডিভিশনের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত কিছু প্রকল্প ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেক্টরভিত্তিক নতুন প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ:

(ক) সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান

১। ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প।

২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

৩। Establishing integrated Digital Network in the Case Appliction Management System (CAMS) of All Land Revenue Adalats of Bangladesh Project.

৪। ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

(খ) সেক্টর: পানি সম্পদ

১। মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প।

২। উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প।

(গ) সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন

১। ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প।

২। ২০ টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প।

৩। বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।

৪। বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরুপ

টেবিল ৪.২০: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্র. নং	অর্থ বছর	আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)			ব্যয় ও শতকরা হার (কোটি টাকা)		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১	২০১৪-১৫	৩১.২৭	৩৮.২৯	৬৯.৫৬	২৮.৯৮ (৯২.৬৭%)	৩০.৮৫ (৮০.৫৮%)	৫৯.৮৩ (৮৬.০১%)
২	২০১৫-১৬	৯২.৯২	৪৮.৭০	১৪১.৬২	৮৬.১০ (৯২.৬৬%)	১৭.৭০ (৩৬.৩৬%)	১০৩.৮০ (৭৩.৩০%)
৩	২০১৬-১৭	২৬৬.৮৮	৮৭.৭৪	৩৫৪.৬২	২৫৮.৫১ (৯৬.৮৬%)	৯২.০৬ (১০৪.৯২%)	৩৫০.৫৭ (৯৮.৮৬%)
৪	২০১৭-১৮	৭৬৯.৪২	০.২২	৭৬৯.৬৪	৬৩৩.১৪০১ (৮২.২৯%)	০.২১৯৮ (১০০%)	৬৩৩.৩৫৯৯ (৮২.২৯%)
৫	২০১৮-১৯	৪৭৭.২৪	-	৪৭৭.২৪	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)	-	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) আওতায় ৪৭৭.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি খাতে ৪৭৭.২৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ০ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন'১৮ পর্যন্ত ৩৯১.০৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৮১.৯৪%। বরাদ্দকৃত সকল অর্থই জিওবি খাত হতে ব্যয় করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি

টেবিল ৪.২১: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বছরের জুন ১৮ পর্যন্ত অগ্রগিত	জুন ১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট(প্র: সা:)	মোট(প্র: সা:)	মোট(প্র: সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project)(১মসংশোধিত) অক্টোবর ১৫ হতে জুন ২০	৯৪১.৮১৩০	১৫২.৪৬ (-)	১৪৩.৩৯ (-)	৬৬৮.৯৪৪৩
২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians)(২য় সংশোধিত) জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯	৯২.৭৭ (-)	৩১.৭৪ (-)	২৫.১৯৬১ (-)	৭৫.৫০১৫
৩	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১৮	৭.৬৯ (৩.১৩৯৪)	০.৬৫	০.৬১০৩ (-)	৭.১২৬২ (৩.১২)
৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (৬ষ্ঠ পর্ব)।জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০	৭৪৬.৭৮০২ (-)	১০০.০০ (-)	৬৪.৪৩৯৮	৩৩৯.১৮৩৬
৫	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	১৪৭.২৯৮২ (-)	৩০.০০ (-)	১০.০০ (-)	৫৩.৭০০৫
৬	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পজুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	৭৩১.৮৬০০ (-)	১৪৮.৭৭ (-)	১৩৮.১১৭০	১৮৯.১৮৯২
৭	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	১৪.২৮৪০ (-)	১০.৫৩ (-)	৯.১৩৫০	১২.৮৮৫
৮	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১ টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প ।	৩৫১.৮৬২২	০.০৩	০.০০১৪	০.০০১৪

৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি

১.গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষ দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য

'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারি খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম 'পোড়াগাছা'। পরবর্তীতে 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ১-এর আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫৬৪৭টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ২-এর আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯৪১.৮১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর'১৫ হতে জুন '২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৮৫৮টি গুচ্ছগ্রামে ৩৩,৯৫৮ টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে নূন্যতম ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রতি ৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকুপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৭৮ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টীলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টিলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি 'মাল্টিপারপাস হল' নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারী করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়, জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষ্য পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়। নির্মিত গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- জলবায়ু দুর্গত ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদী ভাঙ্গনী দরিদ্র ৫০,০০০টি পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুর্নবাসন;
- বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদী ভাঙ্গানের ফলে দূর্গত পরিবারকে ন্যূনতম .১৫ একর সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ইকোভিলেজে ০.০৪ একর থেকে ০.০৮ একর বসত ভিটাসহ

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে রেজিষ্ট্রী কবুলিয়ত প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;

- পুনর্বাসিত পরিবারের-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয়পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদানসহ পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান;
- পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;
- প্রত্যন্ত এলাকায় পুনর্বাসিত/পুনর্বাসিতব্য গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

(ঘ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

- সরকারি খাস জমিতে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের লক্ষ্যে কাবিখার আওতায় মাটির কাজ সম্পন্ন করণ;
- প্রতি পরিবারের জন্য ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫ রিং বিশিষ্ট স্যানিটারী ল্যাটিন নির্মাণ, পরিবার প্রতি নির্মাণ ব্যয়, ১,৫০,০০০টাকা -/;
- ৩০ বা তদূর্ধ্ব পরিবার বিশিষ্ট গুচ্ছগ্রামে ৯৯০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ;
- নিরাপদ সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন;
- প্রতি পরিবারকে একটি করে উন্নত চুলা প্রদান;
- আশে পাশে বিদ্যুৎ লাইন থাকা স্বাপেক্ষে প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বিআরডিবি'র মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমূহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (মাটিরকাজ) সম্পাদন;
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বসত ভিটা উঁচুকরণ, পুকুরখনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ;
- এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
-

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)

টেবিল ৪.২২: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অর্জন(ক্রম.)
০১।	গ্রামের সংখ্যা	২৫০০টি	২৬	৭৫০	১৩১০	৪১৪	-	
		অর্জন	২৮	১৩৭	*৫৭০	১৭৭	-	৭৩৫
০২।	গৃহ,ল্যাট্রিণ, রান্নাঘর	৫০,০০০ টি	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*২৫৪০০	৩৮২২	০	৩০৭৫০
০৩।	মাল্টিপারপাস হল	৩৪০ টি	১২	১২০	১০০	৫৮	৫০	
		অর্জন	১২	৫০	*৯৫	৫৮	০	১৫৭
০৪।	নলকুপ স্থাপন	৫০,০০০ টি	১৩০	৩০০০	৪০০০	১৬৫০	১২২০	
		অর্জন	১৩০	৫৭৪	*৩৪০০	১৩৭১		৪১০৪
০৫।	ক্ষুদ্রঋণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০	

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অর্জন(ক্রম.)
		অর্জন	৮০০	২৬৪০	*২৫৫৮	১০৬৪		৫৯৯৮
০৬।	আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০	
		অর্জন	৮০০	২৭০০	*২৪৯৮	-	-	৫৯৯৮
০৭।	বৃক্ষরোপণ	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*১৪৯৯৫	১০০০০		২০৩৪৫
০৮।	উন্নত চূলা	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*১৪৯৯৫	১০০০০		২০৩৪৫
০৯।	কবুলিয়ত দলিল	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	*২৬০০০	-		৩১৩৫০
১০।	বিদ্যুতায়ন	৩০০ গ্রাম	৭	৭০	৭০	৭০	৮৩	
		অর্জন	৭	৮	*৩৩	৪২		৪৮
১১।	ঘাটলা নির্মাণ	১৫০ টি	৩	৪০	৪০	৪০	২৭	
		অর্জন	০	১৯	*৪০	৪০		৪৯
১২।	গোসলখানা	৩৩৭টি	০	৯৩	১০০	১০০	৪৪	
		অর্জন	০	৫৩	*১০০	১০০		১৫৩
মোট টাকা (লক্ষ টাকায়)			১৫৬৭.২০	**২৫৮৭৪.২২**	**৪৩২৪৫.০০**	**১৪৩৩৯.০০**	**১৭২৫.৫৪**	

*** জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি। সে হিসেবে ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫ %, আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৭১ %**

(ঙ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ১৫২.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন পর্যন্ত ১৪৬.৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৪.০৫%।

(চ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩০১৩৬ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৮.২ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাতা নির্ধারিত ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৮২২ টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে গত ০৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ৭ টি জেলার ১০ টি উপজেলায় ১১ টি গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি উপকার ভোগীদের সাথে কথা বলেন। তার তালিকা নিম্নরুপ:

টেবিল ৪.২৩: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম
১	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সানিয়াজান
		লালমনিরহাট সদর	হিরামানিক১-
			হিরামানিক২-
২	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	কুট ভাজনী বালাসুতি (ছিটমহল)
৩	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	বৈরচুনা সিরাইল
৪	দিনাজপুর	কাহারোল	বাগপুর২-
		পার্বতীপুর	রিফিউজিপাড়া১-
৫	রংপুর	পীরগাছা	জুয়ান১ -
		গঙ্গাচড়া	আরজি জয়দেব
৬	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	সালাইপুর
৭	ফরিদপুর	ফুরিদপুর সদর	কবিরপুর৫-

তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে নির্মিত গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেছেন।

ছবি ৪.৫: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন

৩ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয়-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

ছবি ৪.৬: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর

১৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত সুন্দরপুর গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী (তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী) সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। গুচ্ছ গ্রামের বসবাসরত ১২০ টি পরিবারের মাঝে জমির দলিল তুলে দিচ্ছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী

২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

জনবহুল বাংলাদেশে ভূমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমানে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় যেমন- রেকর্ড স্বত্ব ও রেকর্ড সংরক্ষণসহ সকল ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পদ্ধতিতে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে গতিশীল, টেকসই ও জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই'১২ হতে ডিসেম্বর'১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২.৭৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সারাদেশের ৫৫টি জেলায় (ঢাকা, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, বগুড়া, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিলা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, বাগেরহাট, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, সিলেট,

মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ান আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণকে সহজে খতিয়ানসমূহ সরবরাহ করা; এবং

(২) ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এস এ, আরএস) দীর্ঘ দিনের পুরানো খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ করা।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা। তাছাড়া, ডাটা এন্ট্রি করার জন্য ৫৫টি জেলায় জুন'১৯ পর্যন্ত মোট ৩,৪৯,৯৫,০০০ টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

(ঘ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

গত ১৭/১২/২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় ইএলআরএস সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। কিন্তু সফটওয়ারের ত্রুটির কারণে ডাটা এন্ট্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। এটুআই প্রকল্প হতে জানানো হয় যে, ইএলআরএস সফটওয়ারে কিছু সমস্যা থাকার কারণে তিনটি জেলা ব্যাতীত অন্য জেলায় ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালিন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২/০৯/২০১৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ইএলআরএস এর নতুন সফটওয়ারের মাধ্যমে খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে আগামী ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ হতে শুরু করতে হবে।

(খ) এ প্রকল্পের আওতায় প্রথমে সিএস এবং এসএ জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। পবরর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে বিদ্যমান আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটার সাথে সমন্বয় করে আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গত ০২/০৯/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধামেত্মর আলোকে এটুআই প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটি সফটওয়ারটির মাধ্যমে শুধুমাত্র খতিয়ানের জন্য ডাটা এন্ট্রি ৬টি জেলায় (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, জয়পুরহাট, বগুড়া ও কুষ্টিয়া) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৩১.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৯ পর্যন্ত ২৫.২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭৯.৩৮%। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম হতে সফ্টওয়্যার সরবরাহ করা হয়। এটুআই প্রকল্প হতে প্রদানকৃত সফটওয়্যারটি তিন বার আপডেট করা হলেও শুধুমাত্র তিনটি জেলায় (রংপুর, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ) ELRS সফটওয়্যারটি চালু করা হয়। সফটওয়্যারের সমস্যা স্থায়ী ভাবে সমাধানের লক্ষ্য এটুআই কর্তৃক নতুন একটি সফ্টওয়্যার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে যা বিসিসিতে হোস্টিং করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় ব্যাচ এন্ট্রির মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি শুরু করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্য সকল জেলায় প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমের সংশ্লিষ্ট ২৭৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলমান রয়েছে। আশা করা যায় যে, চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৩. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৮০ সন হতে নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ভূমি উদ্ধার প্রকল্পের (Land Reclimation Project) মাধ্যমে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার ও চর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, বিশেষত: নোয়াখালি জেলায় চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-১, ২, ৩ ও ৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪ সন হতে ২০১৬ সন পর্যন্ত ব্যাপক চর উন্নয়ন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় ফেইজ এর আওতায় ১৯৯৪ থেকে ২০১০ মেয়াদে ১৬ বছরে সমুদ্র হতে জেগে ওঠা ৩০ হাজার একর ভূমির সার্বিক উন্নয়ন সাধনপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২ হাজার নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করে পুর্নবাসন করা হয়েছে। সমুদ্র হতে জেগে ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস ভূমির জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন ও ২০১৬ সনের মধ্যে ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বিতরণের লক্ষ্যে বর্তমান চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ চলমান রয়েছে। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪), ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলায় জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭.৬৯ কোটি টাকা এর মধ্যে প্রকল্প সাহয্য ৩.১৩৯৪ কোটি টাকা এবং জিওবি ৪.৫৫০৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১৪,০০০ টি পরিবারের মধ্যে খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, আরও ৬ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট- ব্রিজিং (সিডিএসপি- বি) নামক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত গত ১০/০৬/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসরত গরীব জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;

(খ) উপকূলীয় চরাঞ্চলে হইতে দারিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া; এবং

(গ) উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(ক) নোয়াখালী জেলায় নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চলে ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা; এবং

(খ) বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা ।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ড

গত ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবসেত্মর খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, সংসদ সদস্য বেগম আয়েশা ফেরদৌস-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ডিসেম্বর'১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪,০০০ টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ২০,০০০ একর কৃষি খাস জমি বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ০.৬৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০ কোটি টাকা। জুন'১৯ পর্যন্ত ০.৬১০৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পুরোটাই এর মধ্যে জিওবি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৪%। তাছাড়া, এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.২৪: চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪-এর ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	ডিসেম্বর'১৮ মাসের অর্জন	জুন'১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
প্লট টু প্লট জরিপ	-	৪০,৩৮৭ একর (৯৪%)
ভূমিহীন পরিবার বাছাই (১৪ হাজার পরিবার)	টি৮৪	১৬৫০৬টি (১১৭.৯০%)
জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে	-	১৬৪১১টি (১১৬.২২%)
কবুলিয়াত সম্পাদন হয়েছে	২০৩টি	১৪৫৮০টি (১০৪.১৪%)
কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন হয়েছে	৩৬৩টি	১৪৩১৩টি (১০২.২৪%)
খতিয়ান তৈরী হয়েছে	৩৫০টি	১৩৫০৮টি (৯৬.৪৯%)
খতিয়ান বিতরণ হয়েছে	৬৪০ টি	১৩৫০৮টি (৯৬.৪৯%)
সামগ্রীকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির হার		**৯৭%**

ডিসেম্বর' ১৮ পর্যন্ত ১৪৫৮০টি পরিবারের মধ্যে ১৬১৯৯.৩০ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। শুধু ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৮৪৭ টি পরিবারের ১১ হাজার ৮২ জনের মধ্যে ২৪১২ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, কম্পিউটার ডাটা অপারেটর, অফিস সহকারী ও কারিগরী সহায়তা টিমের সদস্যবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে সফট্ওয়্যারটির মাধ্যমে ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি বন্দোবস্ত, পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬ টি সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাণী সম্পদ, সমবায়, সমাজসেবা সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থারও কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

বিগত ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদী-ভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্থানীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৪.৮: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের দলিল হস্তান্তর
মনপুরায় এক হাজার অসহায় ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী (তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী) সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি

মানবসম্পদ উন্নয়ন ,অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দারিদ্র হ্রাসে প্রকল্পের অবদান: সিডিএসপি ৫ এর ফিজিক্যাল স্টাডি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে-

১। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে-৪৯৫% (প্রায় ৫ গুণ)

২। শিশু অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছে-৫৭% থেকে ৪৩%।

৩। পরিবার গুলোর ব্যবহার্য সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে- ৫০৩% (প্রায় ৫ গুণ)

৪। সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় এসেছে-১০০% পরিবার।

৫। ৮৪.৬ শতাংশ পরিবার নিজ নিজ বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিতে বসবাস করে নিজ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপকৃত রয়েছে।

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনমূলক ও সফল প্রকল্প। পূর্বের ৩ টি ফেইজের (১৯৯৪ হতে ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত) সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ৪র্থ ফেইজটি (২০১১-১৮) হাতে নেয়া হয়। ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালের বর্ধিত মেয়াদে সমাপ্ত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশে মোট ৪টি ফেইজে ২৪ বছরে ৩৬০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৪৮০০০ একর খাস জমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৯ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িতব্য ৩ বছর মেয়াদি সিডিএসপি ব্রিজিং প্রকল্প শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে সিডিএসপি -৫ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ ধরনের দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তামুলক প্রকল্প বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রয়োজন বিবেচনায় আরও ৬ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট- ব্রিজিং (সিডিএসপি- বি) নামক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত গত ১০/০৬/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

দেশে বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ। অফিসগুলোর অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা,ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি অফিসগুলোর অবকাঠামো দূর্বল হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের অধীনে ৩৪৫ টি উপজেলা অফিস এবং ১০১৪ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অফিসগুলোতে কর্ম-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য ''উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প'' বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সারাদেশের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য জুলাই'১৪ হতে জুন'২০ মেয়াদে ৭৪৬.৭৮০২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা;

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা

(গ) মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণ করা ।

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো যাতে মানসম্মতভাবে নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করা।

(গ) বিদ্যমান ডিপিপি তে বেশ কিছু অসংগতি ও ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাব তৈরীর কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি

- ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা - ৫০০ টি
- জেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তরীত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা - ৩৮৫ টি
- হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা - ৯৩টি
- কাজ শেষ, ফিনিশিং কাজ চলছে - ১৯টি
- কাজ শেষ পর্যায়ে - ১০ টি
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্নমূখী সমস্যা রয়েছে - ০৩ টি

উপজেলা ভূমি অফিস এর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি

গত ০৭/১১/২০১৮ খ্রি: এনইসি সম্মেলন কক্ষ পরিকল্পনা কমিশন চত্বর -এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন হয়েছে ।

ছবি :৪.৯পাতিবিলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন, চৌগাছা, যশোর

(ঙ)প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জুন'১৯ পর্যন্ত)

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ : ১০০.০০ কোটি টাকা
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় : ৬৪.৪৪ কোটি টাকা।
- প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার – ৬৪.৪৪% । তাছাড়া এ প্রকল্পের ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (জুন ১৯)পর্যন্ত
- ৩৩৯.১৮কোটি টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪৫.৪৪%

৫. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। ফলে যে কোন বিষয়ে আন্তযোগাযোগের ক্ষেত্রে অথবা ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের পক্ষ হতে কোন সেবা গ্রহণকালে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল অফিসে যেতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। ভূমি সেবাদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ভূমি সেবা প্রত্যাশী উভয়ের এই কষ্ট লাঘব করে ভূমি সেবাদান এবং ভূমি সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য এবং জনদূর্ভোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর) একই ছাদের নীচে নিয়ে আসার পরিকল্পনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা কে এই ভবনে নিয়ে আসার নিমিত্ত এই প্রকল্প "ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস নির্মিতব্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে থাকবে। নির্মিতব্য এই ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অফিসের সংস্থান রাখা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প কার্যালয় এবং তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিসকে একই ছাদের নিচে এনে ভূমি সেবা সহজিকরণ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

তেজগাঁও তে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের বর্তমান জায়গায় একটি ১৩তলা বিশিষ্ট বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা।

ছবি ৪.১০: ভূমি ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

(ঘ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন' ১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০.০০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৩.৩৩%। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ছাদের নীচে এনে জনগণকে সহজতর "One Stop Service" প্রদানের নিমিত্ত ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ভূরেজ কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। ২টি বেজমেন্টসহ মোট ২০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। এতে ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম-২য় (সিভিআরপি) প্রকল্প, ঢাকা বিভাগের উপভূমি সংস্কার, কোট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজএস্টেট, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস এর জন্য এই ভবনে স্পেস বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জুন' ১৯ পর্যন্ত ২টি বেইজমেন্ট ও ১০ টি ফ্লোর এর ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬. সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ন সম্পদ। এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। দেশের ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিসের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সকল ভূমি মালিককে ভূমি হালনাগাদ সংক্রান্ত কাজে আবশ্যিক ভাবে ভূমি অফিসে যেতে হয়। দেশের বিদ্যমান ভূমি অফিস গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরাজীর্ন ও ব্যবহার অনুপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ভূমি রেকর্ড সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ সংরক্ষনের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় ভূমি

অফিসের সেবা প্রদান কার্যক্রম সন্তোষজনক করা সম্ভব নয়। অনেক ভূমি অফিস (পুরোনো তহসিল অফিস) কাজের অনুপযোগী। ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১২ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ে এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল ইউনিয়নে ভূমি অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে দেশের সকল মহানগর, পৌরসভা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করে।

আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভূমি অফিসের সেবা প্রদান দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ তথা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংযোজিত নতুন অফিস ভবন প্রয়োজন। সমগ্র দেশে ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়- ৭৩১৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং এ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অফিসের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ভূমি অফিসের ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশে ১০০০টি শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ও ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থার লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন ও বাজেট

সমতল এলাকায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট। ২ তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা, এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-৩৮.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট আয়তনের ৩ তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা (নিচ তলা খালি), ব্যয়-৫৫.০০ লক্ষ টাকা ।

(ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা ও নির্মাণ সামগ্রী

১০৩৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১-তলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি অফিসে ২টি অফিসকক্ষ, ১টি রেকর্ড রুম, বারান্দায় ১টি অপেক্ষমান এলাকা, ৩টি টয়লেট (১টি সংযুক্ত এবং ২টি পুরুষ ও মহিলা) এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য একটি সিড়ি থাকবে।রেকর্ড রুমের তিনদিকে কোন জানালা থাকবে না এবং একদিকে দুই ফিট উচ্চতায় লোহার শক্ত গ্রীল দেওয়া হবে। ভবনটি আরসিসি কলামের ফ্রেম স্ট্রাকচার হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আরসিসি কাজে পাথরকুচি ব্যবহার করা হবে। জানালা ও ফ্যানলাইটে থাই এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হবে।

(চ) প্রকল্প কম্পোনেন্ট

প্রকল্পের নিম্নলিখিত ২(দুই) টি উপাদান রয়েছে- (ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহযোগীতায় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ভূমি অফিস সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) সহযোগীতায় ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ।

(ছ) ভূমি অফিস স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্টাফদের চাহিদা নির্নয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষন বিষয় নির্ধারন করবে। প্রশিক্ষন কার্যক্রমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা ও সেবার মান বাড়ানোসহ পেশাগত ও কম্পিউটার প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় বাৎসরিক ভিত্তিতে এই প্রশিক্ষন সম্পন্ন করা হবে। প্রতি ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন করে মোট ৩০০ (তিনশত) টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষন সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি ভূমি অফিসে প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

(জ) ভূমি অফিসের অবকাঠামো নির্মাণ

সমতল এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫(একহাজার পয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ২ (দুই) তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ (এক) তলা এবং উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫(একহাজার পয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ৩ (তিন) তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ (দুই) তলা (নিচ তলা খালি) ভবন নির্মাণ করা হবে। মহানগর ও পৌর এলাকায় বিশেষ স্থাপত্য নকশা মাধ্যমে অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে।

(ঝ) প্রকল্প ভৌত অগ্রগতি

চলতি অর্থ বছরের জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ (এক হাজার) টি ভূমি অফিসের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮৬৪ (আটশত চৌষট্টি) টি ভূমি অফিসের ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৬৭৬ (ছয়শত ছিয়াত্তর) টি টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ৬৪৬ (ছয়শত ছেচল্লিশ) টি চুক্তি পত্র সম্পাদনের মাধ্যমে ইতিমধ্যে নির্মাণ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৪৫ টি ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও রূপকল্প -২০২১ অর্জনে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অন্যতম উন্নয়ন প্রকল্প হচ্ছে ''সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প''। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড পত্রাদির সংরক্ষণ নিরাপদ হবে এবং অফিসের কর্ম পরিবেশ উন্নত হবে। ভূমির তথ্য সংরক্ষণ ও সেবা প্রত্যাশিদের ভোগান্তি দূর হবে। সঠিক তথ্য সরবরাহ হওয়ায় ভূমি সংক্রান্ত স্থানীয় বিরোধ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে ফলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ও ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

ছবি ৪.১১: আকাশপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

(ঞ) আর্থিক অগ্রগতি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৪৮.৭৭ কোটি টাকা। জুন'১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৮.১২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯২.৮৫%।

৭. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি

ভূমি সংক্রান্ত সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া এবং স্বচ্ছ,দক্ষ, জনবান্ধব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূমি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রকৃত এবং কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় এবং সঠিক সময়ে সঠিক,নির্ভুল ও দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর যুগে দ্রুত সেবা প্রদান করতে হলে তা কেবল প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব। সাধারণ জনগণকে দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা কর্মচারী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডরমিটরী ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

১। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন।

২। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবন কাঠামো ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা।

৩। ডরমিটরী ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা ।

৪। প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের সংস্থান করা।

ছবি ৪.১২: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনের উর্ধ্ব সম্প্রসারণের অগ্রগতি

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

১। ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত স্যানিটেশন ও পানির লাইন স্থাপনসহ ভবন নির্মাণ (পূর্তকাজ)।

২। নির্মাণকৃত ভবনে অভ্যন্তরীন বৈদ্যুতিক কার্যসম্পাদন।

৩। ১ম হতে ৫ম তলা পর্যন্ত ভবনের সংস্কার কার্যসম্পাদন।

৪। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

৫। মূলধন যন্ত্রপাতি যেমন; কম্পিউটার আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় ও স্থাপন।

৬। লিফট, জেনারেটর ওসিটিটিভি স্থাপন

(ঘ) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৪২৮.৪০ (চৌদ্দ কোটি আটাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের বিরপীতে ১০.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯.১৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮৬.৭৫%।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবনের উপরে ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সম্পূর্ণ কাজই জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

৮. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১ টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি

জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপস ও খতিয়ান প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক সার্ভে প্রযুক্তি যথা, গ্লোবাল ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (জিএনএসএস), স্যাটেলাইট ইমেজারী, Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/ সার্ভে ড্রোন, ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিন (ইটিএস) ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন। জনগণের ভূ- সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, ভূমি বিবাদ হ্রাস, ভূমি রাজস্ব বর্ধিতকরণ এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, দ্রুত ও উন্নত ভূমি তথ্য সেবা সকল ভূমি মালিকের মাজে পৌছে দেওয়া।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

১. ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৬ টি স্থানে ৫৮৯ টি মৌজায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ (মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড) সম্পন্নকরণ;

২. ডিজিটাল রেকর্ড ডাটার সাথে মৌজা ম্যাপ ও মিউটেশন রেকর্ডের সমন্বয় করে ক্যাডাস্টাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৩. সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সেটেলমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগর মধ্যে ল্যান্ড ডাটা বেইজ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা । এজন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস (জেডএসও), উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিষ (এএসও অফিস),

জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(ঘ) প্রত্যাশিত সুফল

(১) ভূমি জরিপ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেট ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে;

(২) ভূমি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় ভূমি মালিকগণ তাদের প্রত্যাশিত তথ্য সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারবে;

(৩)মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ডের মধ্যে লিংকেজ প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় রেকর্ড দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট প্লট দেখা যাবে;

(৪) ভূমি বিবাদ হ্রাস পাবে ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ হবে;

(৫) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে;

(৬) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

(৭) নগর পরিকল্পনা ও এর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি ডাটা আদান প্রদান করা যাবে।

(ঙ) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৫১.৮৬২২ (তিনশত একান্ন কোটি ছিয়াশি লক্ষ বাইশ হাজার) লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে ৩.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.১৩৭৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪.৭৫%।

ছবি ৪.১৩: সাবেক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু, এমপি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় অবস্থিত নওদাপাড়া-৩ গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন

ছবি ৪.১৪: সাবেক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু, এমপি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় অবস্থিত নওদাপাড়া-৩ গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করছেন

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর

৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড

৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

১৩ই আগস্ট ১৭৭২ সনে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'বোর্ড অব রেভিনিউ'। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সনে ''বোর্ড অব রেভিনিউ'' বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব অফিসসমূহ তদারকি ও পরিদর্শনের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ 'ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের' অধীন একজন ভূমি সংস্কার কমিশনার (যুগ্মসচিব) এবং চার বিভাগের জন্য চার জন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারকে (উপসচিব) দেয়া হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণীর মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণীর মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এ্যাক্ট, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালের শেষদিকে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড নামে দুটি বোর্ড সৃষ্টি করা হয়।

৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প(Vision) - দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা
অভিলক্ষ্য(Mission) - দক্ষ, স্বচ্ছ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধবসেবা নিশ্চিতকরণ

৫.১.৩ ভূমি সংস্কার বোর্ডের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

৫.১.৩.১ সাধারণ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতাবৃদ্ধি
- রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি
- ভূমি বিরোধহ্রাস

৫.১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

৫.১.৪ কার্যাবলি

- সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন
- ভূমি রাজস্ব/ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, আদায় এবংভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বাজেট ব্যবস্থাপনা(বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ)
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন,তত্ত্বাবধানও পরিবীক্ষণ
- বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি

৫.১.৫ দায়িত্ব ও কার্যপরিধি

ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫ অনুসারে বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ

- খাস জমি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কর্মকান্ড পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি;
- বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ন;
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত;
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তদারকি;
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ;

- (ছ) ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার বকেয়া দাবী নির্ধারণসহ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫.১.৬ জনবল

টেবিল ৫.১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৪টি	১৭টি	৭টি
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	০৯টি	৯টি	-
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	৫০টি	৩৪ টি	১৬টি
৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী	২৩টি	১২টি	১১ টি
সর্বমোট	১০৬টি	৭২ টি	৩৪ টি

৫.১.৭ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

টেবিল ৫.২: প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ও অংশগ্রহণকারী

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ই-নামজারি প্রশিক্ষণ	৯০ টি ব্যাচ	২৮১০ জন
২	অনলাইনে বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২৫ টি ব্যাচ	৭০৯ জন
৩	অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়ার প্রশিক্ষণ	১০ টি ব্যাচ	২৪০ জন
৪	ইন-হাউস প্রশিক্ষণ	৬ টি ব্যাচ	১৩৫ জন
		মোট	৩৮৯৪ জন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১) ই-নামজারি প্রশিক্ষণ : সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, নাজির, অফিস সহকারী, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাদের ই-নামজারি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৪ দিন।

২) অনলাইনে বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ : সারাদেশের এস.এ শাখা, এল.এ শাখা ও উপজেলা ভূমি অফিসের নাজিরদের এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০১ দিন।

৩) অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ : প্রত্যেক জেলা হতে ২জন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ২ জন ভূমি সহকারী/ উপ-সহকারী কর্মকর্তাকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০২ দিন।

৪) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৪ দিন।

৫.১.৮ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্জন/কর্মকান্ড/কার্যক্রম

- ৮২% নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।
- ভূমি উন্নয়ন কর ও কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভিন্ন খাত হতে মোট ৬৫৮কোটি টাকা আদায় করা হবে।
- দায়েরকৃত ৭২% রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা, ৬২% মিসকেস নিষ্পত্তি করা হবে।
- দেশের সকল (৫০৭টি) উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে ই-মিউটেশন সেবা চালু করা হবে।
- দেশের সকল উপজেলা/সার্কেল/পৌর ভূমি অফিসে এবং বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত সকল ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিসে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপন করা হবে।

সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ ভূমি সংক্রান্ত আইন কানুনের যথাযথ প্রয়োগ এবং ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ডিজিটালকার্যক্রমের অংশ হিসেবে Management Information System (MIS) এর আওতায় ভূমিপ্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় কর্মরত প্রায় ১৮ হাজার কর্মকর্তা / কর্মচারীর প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সম্বলিত ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি অফিসগুলোতে ই-সেবা চালু করার নিমিত্ত আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপনের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোতে ২৭১৬টি ল্যাপটপ, ২৬১৬টি প্রিন্টার, ২৬১৬টি স্ক্যানার, ৪৩৫টি ফটোকপিয়ার মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়োগবিধি অনুমোদিত হয়েছে। এসি (ল্যান্ড)দের রাজস্ব প্রশাসন ও ভূমি সংশ্লিষ্ট আইন কানুন, বিধি বিধান সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ‘হ্যান্ডবুক ফর এসি (ল্যান্ড)স’ প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর ও কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভিন্ন খাত হতে মোট ৩১০৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়, ৬৫.৫১ লক্ষ নামজারি মামলা ও৫১০০০টির অধিক রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শনের মডেল পরিদর্শন ছক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নামজারি ও জমাখারিজ কার্যক্রমে একানুরূপতা বিধানের জন্য পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১০টি মডিউল সমৃদ্ধ Land Information Management System (LIMS) শীর্ষক Softwareক্রয় করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের কারগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় দেশের ১১২ উপজেলা ভূমি অফিস ও উক্ত ভূমি অফিসসমূহের অধীনস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে ই-নামজারি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৫.১.৯ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণার্থে ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫ হালনাগাদ না থাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। নিজস্ব ভৌত অবকাঠামো না থাকায় ভাড়াকৃত স্বল্প পরিসরে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব সার্কেল বৃদ্ধি ও পৌরসভা/ইউনিয়ন অফিস ভিত্তিক ভূমি অফিস সৃজিত না হওয়ায় এবং অনুমোদিত জনবলের মধ্যে অনেক পদ শূণ্য থাকায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে।

৫.১.১০ অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

টেবিল ৫.৩: ভূমি সংস্কার বোর্ডের অডিট আপত্তি

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম		অডিট আপত্তি	ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	জের	মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)				
ভূমি সংস্কার বোর্ড	২০	১৩৯০৯৪.৩০	২০	-	২০	-
মোট	২০	১৩৯০৯৪.৩০	২০	-	২০	-

৫.১.১১ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ই-ভূমি সেবা প্রদানের জন্য সকল পর্যায়ে One Stop Serviceচালু করা হবে।ভূমি সংস্কার বোর্ড, জেলা কার্যালয়সমূহ, উপজেলা কার্যালয়সমূহ ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের Online বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরা হবে।ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ঢাকা ও সিলেট বিভাগ ব্যতীতদেশের অন্য৫টি বিভাগের উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবংবিদ্যুৎসংযোগপ্রাপ্ত ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসসমূহে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপন করা হবে।দেশের সকল উপজেলা ভূমি অফিসে ই-মিউটেশন চালু করা হবে।

ছবি ৫.১: 'ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা

৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ডের উদ্যোগে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ''ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ইনামজারির ভূমিকা-'' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এবং a2i প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিগণ এবং গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এবং উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড

৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি

মানুষ মাত্রই কোন না কোন ভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে আমাদের কৃষি নির্ভরশীল দেশে ভূমির গুরুত্ব আরো বেশী। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সংকট দিনদিন প্রকটতর হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভুমি আইনের জটিলতা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ভুমি ব্যবস্থাপনা সুদীর্ঘকাল ধরে এতদাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুখ্য ভিত্তি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত গভীরভাব ভূমি ব্যবস্থাপনর সাথে সম্পৃক্ত। এর রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। অতীতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে মূলতঃ কর আদায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বুঝাতো। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে শুধু কর আদায়কেই বুঝায় না বরং ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে গণমানুষের ভোগান্তি হ্রাসসহ ভূমির সবোর্ত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। তদানীন্তন ভারতের অংশ হিসাবে এদেশে সর্ব প্রথম ১৭৭৬ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক "বোর্ড অব রেভিনিউ" গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই বোর্ডের অধীনে সিভিল সার্ভিস সদস্যরা রাজস্ব বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতেন এবং "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তখন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে কালেক্টর এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সানে "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন জমিদারী প্রথা, নবাব, রাজা ও মহারাজাদের কার্যক্রম ১৭৯৩ সনের স্থায়ী বন্দোবস্ত রেগুলেশন মতে নিয়ন্ত্রিত হতো। যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা ট্রাইবুনাল হিসাবে বোর্ড অব রেভিনিউ কাজ করতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ বহালের পর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজস্ব বিষয়ক প্রায় সকল আইন বাতিল হয়। এছাড়া ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ ও হাট-বাজার ইজারা তারিখ/সন প্রদান পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ায় "বোর্ড অব রেভিনিউর" গুরুত্ব, কম বিবেচিত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ নির্বাহী দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণীর মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা নিরসনকল্পে ১৯৮০ এর দশক অনুরূপ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ১৯৮১ সনের ১৩ নং আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালের শেষ দিকে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সানের ১৬ মার্চ ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি আপীল বোর্ড ও ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে দুটি বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

ভূমি রাজস্ব মামলায় জনগণের সুবিচার প্রাপ্তি, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলার ব্যবস্থাপনা নিশ্চত করার উদ্দেশ্যে ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৮৯) এর মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ পরবর্তী জাতীয় সংসদে পাস হয় ও ৩১ মে, ১৯৮৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ (আইন নং ২৪, ১৯৮৯) নামে অভিহিত হয়। এভাবেই ভূমি আপীল বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- বাদী/বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ ও দলিলপত্র পরীক্ষা পূর্বক বিরোধ নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান;
- যথা সম্ভব শুনানির দিন কম ধার্য করে স্বল্প সময়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারিক সুবিধা প্রদান;
- মামলা নিষ্পত্তির পর স্বল্পতম সময়ে বাদী/বিবাদীকে আদেশের কপি প্রদান;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগাত নিরীহ জনগণের ভোগান্তি লাঘব করা;
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়াই সেবা পৌঁছে দেয়া।

৫.২.৩ ভূমি আপীল বোর্ডের কার্যাবলী

- ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়);
- নামজারী জমাখারিজ মামলা;
- সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
- ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
- ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
- খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
- পি.ডি.আর. এ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা;
- অর্পিত, পরিত্যাক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা;
- ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত);
- অধঃস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ দান;এবং
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫.২.৪ জনবল

টেবিল ৫.৪: ভূমি আপীল বোর্ডের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম (কর্মকর্তা)	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব)	০১	০১	
২	সদস্য (অতিরিক্ত সচিব)	০২	০২	
৩	সচিব (উপসচিব)	০১	০১	
৪	শাখা প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৩	০৩	
৫	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (সি:সহ:সচিব)	০১	০১	
৬	শাখা প্রধান (সহকারী সচিব)	০২	০২	
৭	লাইব্রেরিয়ান	০১	-	০১
	মোট	১১	১০	০১
ক্রমিক নং	পদের নাম (কর্মচারী)	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	উচ্চমান সহকারী	০৮	০৭	১টি পদ জনপ্রশাসন

ক্রমিক নং	পদের নাম (কর্মকর্তা)	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
				মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪	০৩	০১
৩	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫	০৩	০২
৪	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	০১	--
৫	হিসাব সহকারী	০১	০১	--
৬	ক্যাশিয়ার	০১	-	০১
৭	গাড়ি চালক	০৫	০৫	--
৮	বার্তা বাহক	০১	০১	--
৯	ক্যাশ সরকার	০১	০১	--
১০	ডি,এম,ও	০১	০১	--
১১	দপ্তরী	০১	০১	--
১২	অফিস সহায়ক	১০	০৮	০২
	মোট	৩৯	৩২	০৭

৫.২.৫ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-লাইব্রেরী; ই-তথ্য ভান্ডার তৈরি, ই-ফাইলং সিস্টেম কার্যক্রমের অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান (ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-গণকে নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা); চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শণ ও পরীবিক্ষণ করা হয়েছে; Annual Performance Agreementএর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; এবং ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে মামলার তথ্য আদান প্রদানের অগ্রগতি অর্জন।

৫.২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেরঅর্জন/কর্মকান্ড/কার্যক্রম

(১) ভূমি আপীল বোর্ডের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪৬৭টিমামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

(২) ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-লাইব্রেরী, ই-তথ্য ভান্ডার তৈরি, ই-ফাইলিং সিস্টেম কার্যক্রম চালুকরণ;

(৩) প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানএবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারকি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে;

(৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শণ ও অনুবীক্ষণ ও মূলায়ন করা হয়েছে এবং এতে জনগণের বিচারিক সেবার মান উত্তোরত্তর বৃদ্ধি হয়েছে;

(৪) Annual Performance Agreement এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

৫.২.৭ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

টেবিল ৫.৫: ভূমি আপীল বোর্ডের অডিট আপত্তি

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
ভূমি আপীল বোর্ড	১৯	৪৩.১৭	০৯	নাই	পেন্ডিং ১৯টি অডিট নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা চলছে।

৫.২.৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূমি আপীল বোর্ড ২০১৯-২১ সাল মেয়াদী প্রায় ১৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে "এস্টাবলিশিং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ইন দি কেইস এপ্লিকেশনম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব অল ল্যান্ড রেভিনিউ আদালত অব বাংলাদেশ" [Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)]-শীর্ষক প্রকল্পেরডিপিপির সকল প্রাথমিক প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে পরিকল্পনা কমিশনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের

৫.৩.১ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সাল হতে Department of Land Record নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। কালোপরিক্রমায় ১৯৭৫ সাল থেকে তা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও অদ্যাবধি আনুষ্ঠানিকভাবে একে অধিদপ্তর ঘোষণা করা হয়নি। ১৯৫৩ সালে বর্তমান অবস্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এর অফিস প্রধান ছিলেন একজন উপসচিব এবং ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একজন যুগ্ম-সচিব এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিবগণ এ অধিদপ্তরের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে। জরিপের কাজ ভূমি রেকর্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয় এবং এটি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর হিসাবে রুপান্তরিত হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয়। ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে।

৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- **রুপকল্প (Vision)** - জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা।
- **অভিলক্ষ্য (Mission)** - দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

৫.৩.৩ কার্যাবলী

১. ডিজিটাল পদ্ধিতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
২. প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
৩. পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন ।
৪. ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. বিসিএস (প্রশাসন), (পুলিশ), (বন), (রেলওয়ে) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুণঃনির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
৭. আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন।

৫.৩.৪ জনবল

টেবিল ৫.৫: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জনবল

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
১	অধিদপ্তর	১ম শ্রেণী (ক্যাডার)	১১	৮	৩
		১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার	৪	২	২
		২য় শ্রেণী	৬	২	৪

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
		৩য় শ্রেণী	২৪৮	১৬৮	৮০
		৪র্থ শ্রেণী	৭১	৬৩	৮
২	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস	১ম শ্রেণী (ক্যাডার)	৪৮	১৯	২৯
		১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার	১০	৬	৪
		২য় শ্রেণী	১৯	০	১৯
		৩য় শ্রেণী	১৭১	৬৭	১০৪
		৪র্থ শ্রেণী	১০৯	৭০	৩৯

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস	১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার	৪০৯	২২০	১৮৯
		২য় শ্রেণী	৬১৮	৮৮	৫৩০
		৩য় শ্রেণী	৩৬৯৯	১০৫৪	২৬৪৫
		৪র্থ শ্রেণী	১৬৪৫	৬৩৬	১০০৯
৩.	দিয়ারা অপারেশন	১ম শ্রেণী (ক্যাডার)	৫	২	৩
		১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার	১	১	০
		২য় শ্রেণী	৪০	৪	৩৬
		৩য় শ্রেণী	৪৯	২০	২৯
		৪র্থ শ্রেণী	১১	৬	৫
৪.	সেটেলমেন্ট প্রেস	১ম শ্রেণী (ক্যাডার)	১	১	০
		১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার	২৬	১	২৫
		২য় শ্রেণী	৪	০	৪
		৩য় শ্রেণী	২৪৩	২১	২২২
		৪র্থ শ্রেণী	২৫	১৪	১১
		মোট	৭৪৭৩	২৪৭৩	৫০০০
	সেটেলমেন্ট প্রেসে উদ্বৃত্ত কিন্তু কর্মরত			২০২	
	সর্বমোট			২৬৭৫	

৫.৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

টেবিল ৫.৬: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (অধিদপ্তর)
১	২
৩৬টি	৭৭৫ জন

৫.৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের অর্জন/কর্মকান্ড/কার্যক্রম

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবাৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তম্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপীল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণশেষে

চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের সমাপ্তি ঘটে।

২০১৮-১৯ বছরে সারাদেশে ৬ শত ৫০টি মৌজার চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার খতিয়ানের শুদ্ধকপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন জোন হতে প্রেরিত ১০ লক্ষ ৪২ হাজার, খতিয়ানের তথ্য সেটেলমেন্ট প্রেসের কম্পিউটার সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৪২ হাজার এবং ম্যাপ মুদ্রণ করা হয়েছে ৩ লক্ষ ২৬ হাজার। এ সময়ে ২০০০ মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে ৩ হাজার ৫ শত মৌজার স্বত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ)। এ ছাড়া, জনগণের জন্য সেবা সহজলভ্য ও উন্মুক্তকরণের অংশ হিসেবে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপলোড করে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন জোন থেকে প্রাপ্ত ২ লক্ষ ৯ শত ৮৩টি মৌজা ম্যাপ স্ক্যান করে আপলোড করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধের মধ্যে আন্ত:উপজেলা,আন্ত:জেলা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করা অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বান্দরবান (নাইখ্যংছড়ি) - কক্সবাজার (রামু) এবং নারায়ণগঞ্জ (সোনারগাঁ) – মুন্সিগঞ্জ (মুন্সিগঞ্জ সদর) জেলাসমূহের মধ্যকার ২টি আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি করে জেলা প্রশাসকদের নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ৪৫০টি বিভিন্ন ধরণের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়েছে।

প্রশাসনিক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিদপ্তর ও অধিদপ্তর প্রধানকে 'Head of the Department' ঘোষণার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ৬০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং একই সময়ে ১৩৯ জন বিসিএস ক্যাডার ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাকে **'সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ'** প্রদান করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তরের ৯০ ভাগ নথি ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অকেজো ঘোষিত ৩টি গাড়ী নিলামে বিক্রয় এবং নতুন গাড়ী দ্বারা তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সকল তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। **'ভূমি ভবন নির্মাণ'** প্রকল্পের অধীনে ভূমি ভবন নির্মাণের কাজ এ পর্যন্ত ৫০ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে। কোরিয়া সরকারের ইডিসিএফ (Economic Development Cooperation Fund)তহবিলের অর্থায়নে ৩ ৫১ কোটি ৮৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (**'Digital Land Management System(DLMS)'**প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান এবং প্রায় ১২ শত ৩১ কোটি টাকা সরকারি অর্থায়নে **ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপের সক্ষমতা বৃদ্ধি** শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

৫.৩.৭ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ

১. ১০.১৫ লক্ষ খতিয়ান মুদ্রণ।
২. ১২.৫০ লক্ষ খতিয়ান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর।
৩. ডিজিটাল জরিপের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ৪৫০টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন।
৪. ২০০টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন।
৫. সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২০০ জন বি,সি,এস ক্যাডারভূক্ত ও জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং ২৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালার মাধ্যমে ৩৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ।

৫.৩.৮ অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

টেবিল ৫.৭: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৭৪	৭৫.৯৯৫৩	৭৪	২২	১.৬৫৭৫	৫২	৭৪.৩৩৭৮
২.	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	৪৭২	০.০৫৯০	৪৭২	৩২৪	০.০২৭৯	১৪৮	০.৩১১
মোট		৫৪৬	৭৬.০৫.৪৩	৫৪৬	৩৪৬	১.৬৮৫৪	২০০	৭৪.৩৬৮৯

৫.৩.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূমি জরিপ ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসনের অনুমোদনক্রমে প্রণয়নের মাধ্যমে সকল শূন্য পদ পূরণ করে এবং প্রশিক্ষিত করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা অনলাইন রিভিশনাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান (RSK) সিস্টেমতৈরীকরা।এটুআই প্রকল্পে সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলার জনগণের দোড়গোড়ায় অনলাইনে খতিয়ান প্রদর্শন করা হবে। ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরের বিদ্যমান সীমানা পিলার পুনঃনির্মাণ/মেরামতের যৌথ কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া। রেকর্ড ও জরিপ সংক্রান্ত কারিকুলাম প্রশিক্ষণ মডিউলে সংযোজনের পরিকল্পনা। এতদ্ব্যতীত তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী ধারনা যেমন-সুশাসন, ই-গর্ভনেন্স, গণখাতে ক্রয়নীতি, বাজট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরী করা ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা। ২০১৮-২০১৯ মেয়াদে জুডিসিয়াল সার্ভিস এবং বি,সি,এস ক্যাডারভূক্ত মোট৫০০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করণ, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের স্থায়ী একাডেমি নির্মাণ, ভূমিভবন, আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

ছবি ৫.২: '১১৭তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৯' এর সমাপনী অনুষ্ঠান

২৪ মার্চ ২০১৯ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ হলে আয়োজিত '১১৭তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৯' এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভূমি সচিব মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারী উপস্থিত থেকে প্রশীক্ষনার্থী কর্মকর্তাদের সনদপত্র বিতরণ করছেন

৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৭ সালে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দফায় কর্মসূচির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর। শুরুতে গণভবন, শেরেবাংলানগর, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তিতে কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচির মেয়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করাহয়। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" কে স্থায়ীরূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" ০১-০৬-১৯৯৩ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়ে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামকরণ হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ভবন ৩/এ নীলক্ষেত, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫ এ পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এর নিজস্ব ভবন, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- মিশন: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন।
- ভিশন: ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত মানবসম্পদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৫.৪.৩ কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সগুলো নিম্নরূপঃ

১) উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/এলএ/শিক্ষাওআইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পদায়নের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।এটি৩০ (ত্রিশ) দিন মেয়াদী কোর্স হিসেবে অনুমোদিত আছে।

৩) ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপারগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৪) ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৫) বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তরসংস্থার কর্মকর্তা ও / কর্মচারীগণের (কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৬) বেসিক কম্পিউটার কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এরঅধীন দপ্তরসংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও / কর্মচারীগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৭) জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে "ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এছাড়া কেন্দ্র কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:-

(ক) কোর্সকে যুগোপযোগী করার জন্য নতুন বছরের শুরুতে কোর্স কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

খ) এসডিজিসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনা/সেমিনার আয়োজন করা হয়।

গ) ডিসন্ট্যান্টলার্নিং : বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কালে যেসব বিষয়ে উপযুক্ত বক্তা পাওয়া যায়না সেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কতিপয় বিষয়ে সেশন নেয়া হয়ে থাকে।

৫.৪.৪ গণকর্মচারীর সংখ্যা

টেবিল ৫.৮: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
১	পরিচালক	১	১
২	উপ-পরিচালক	২	২
৩	সহকারী পরিচালক	৫	৫
৪	প্রকাশনা কর্মকর্তা	১	--
৫	সহকারী প্রোগ্রামার	১	--
৬	হোস্টেল সুপার	১	--
৭	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	১	--
৮	প্রধান সহকারী	১	১
৯	হিসাব রক্ষক	১	১
১০	কম্পিউটার অপারেটর	১	১
১১	লাইব্রেরী সহকারী কাম-ক্যাটালগার	১	--
১২	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি. অপারেটর	১	--
১৩	নাজির কাম ক্যাশিয়ার	১	১
১৪	গাড়ীচালক	১	১
১৫	অফিস সহকারী-কাম-কম্পি. মুদ্রাক্ষরিক	৩	২
১৬	ইলেকট্রিশিয়ান	১	--
১৭	ক্যাশ সরকার	১	১
১৮	অফিস সহায়ক	৬	৫
১৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২	১
২০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
		আউটসোর্সিং	
২১	প্লাম্বার	০১	০১
২২	লিফট ম্যান	০১	০১
২৩	বাবুর্চি	০১	০১
২৪	ক্লাস এটেনডেন্ট	০২	০২
২৫	সহকারী বাবুর্চি	০১	০১
২৬	নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০১
২৭	হোস্টেল বয়	০২	০২
	সর্বমোট =	৪২	৩২

৫.৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বছর ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫.৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অর্জনসমূহ

ক) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক২০১৮-১৯অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৫.৯: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল

ক্র:নং	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা মোট
০১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/শিক্ষা/এলএওআইসিটি) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	২৬
০২	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	২৬
০৩	সহকারী কমিশনার	২৫০
০৫	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও সমপর্যায়ের কর্মচারী	২০৩৭
	সর্বমোট	২৩৩৯ জন

খ) প্রশিক্ষণ ছাড়াও যেসব বিষয়ে যেসব বিষয়ে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে

১) এসডিজি বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা;

২) জাতীয় পাঠ্যক্রমে ভূমিসংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সেমিনার আয়োজন; এবং

৩) প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন;

৪) “রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ: উত্তরণের উপায়” শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন।

ফিল্ড ভিজিট - সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ।

খ) অবকাঠামো ও উন্নয়ন বিষয়ক অর্জন

৪. ১৪২৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা থেকে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

গ) তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অর্জন

১. অনলাইন ভিত্তিক লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

২. অনলাইন ইনভেন্টরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং কোর্স কনটেন্টস সরবরাহ।

৪. কোন অডিট আপত্তি নেই।

৫.৪.৬ ভবিষ্যৎপরিকল্পনা

ক) প্রশিক্ষণসংক্রান্ত

১. প্রতি বছর কেন্দ্রে **১২০০** জন করে ৫ বছরে মোট **৬০০০** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২. বর্তমান চলমান পদ্ধতিতে বিভাগীয় কমিশনারের ব্যবস্থাপনায় ৭ বিভাগে **১১২০** জন করে আগামী ২ বছরে ২২৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩. বিভাগীয় এলএটিসি'র কার্যক্রম চালু হওয়ার পর প্রতিবছর ৭টি বিভাগে **৪৯০০** জন করে ৩ বছরে মোট **১৪,৭০০** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪. প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে ৪৮০জন করে ৫ বছরে মোট ২,৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।

৫. প্রতিটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর হেডম্যান এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিয়ে প্রতিবছর ২টি করে প্রতি বছরে ২৪০জন করে ৫ বছরে মোট **১২০০**জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

খ) অবকাঠামো ও উন্নয়ন সংক্রান্ত

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা ব্যতীত ৭টি বিভাগে বিভাগীয় শহরে "বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন।

২. "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমী আইন-২০১৯" প্রণয়ণ পূর্বক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমীতে" রূপান্তর করা।

৩. দেশের এবং দেশের বাইরের সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে একাডেমিকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে।

৪. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজস্ব বাজেটের বাইরেও সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বস্ব প্রতিষ্ঠানের খরচে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

গ) তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত

১. ই-হাজিরা স্থাপন।

২. ই-লাইব্রেরী স্থাপন।

৩. ১টি ব্যাক আপ সার্ভার স্থাপন।

৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালুকরা।

৫. ডরমিটরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা।

ছবি ৫.৩: বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানীর নীলক্ষেতে অবস্থিত ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের জন্য আয়োজিত বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার্স কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদানে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

ছবি ৫.৪: দুই সপ্তাহের 'বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্বোধন

১৯ মার্চ, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আয়োজিত দুই সপ্তাহের 'বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর উদ্বোধন করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম।

৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর

৫.৫.১ পটভূমি

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায় এবং মধ্য স্বত্ত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষনার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থবছরওয়ারী অডিটকার্য পরিচালনার ব্যাপারে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক অপারগতা প্রকাশ করলে তৎকালীন বোর্ড অব রেভিনিউ ও রাজস্ব বিভাগ, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এবং অর্থ বিভাগ এর সাথে পামর্শক্রমে অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision): দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতাপূর্ণ সুষ্ঠ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission): দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি যথাযথ খাতে জমা প্রদান, অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয় রোধ করা এবং সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

৫.৫.৩ কার্যাবলী

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীণ দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত অফিসসমূহের অর্থবছরওয়ারী আয়-ব্যয় এর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করে থাকেঃ

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ ;
২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ ;
৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ ;
৪. ভূমি আপীল বোর্ড ;
৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ;
৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ; এবং
৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রম।

৫.৫.৪ মঞ্জুরিকৃত জনবল

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের পদওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

টেবিল ৫.১০: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জনবল

নং	পদের নাম	শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা	বিদ্যমান পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	০১টি	০১টি	-
২	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	১০টি	১০টি	-
৩	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)	২য় শ্রেণি	৭৭টি	৭৫টি	০২
৪	নিরীক্ষক (রাজস্ব)	৩য় শ্রেণি	৯০টি	৭৭টি	১৩
৫	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩য় শ্রেণি	০১টি	০১টি	-
৬	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩য় শ্রেণি	২০টি	১১টি	০৯
৭	গাড়ীচালক	৩য় শ্রেণি	০১টি	০১টি	-
৮	অফিস সহায়ক	৪র্থ শ্রেণি	৭৯টি	৭৫টি	০৪
সর্বমোট =			২৭৯টি	২৫১টি	২৮টি

৫.৫.৫ প্রশিক্ষণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ১৩৯ (একশত উনচল্লিশ)জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অডিট ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার, প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৫.৬ পদোন্নতি ও নিয়োগ

সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসে ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ হতে নিরীক্ষক (রাজস্ব) পদে ০৪(চার) জন কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে ৪র্থ শ্রেণির অফিস সহায়ক পদে ১৭(সতের) জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অর্জন

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পযার্য়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্বখাতভূক্ত অফিসের নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন শেষে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাখিলকৃত রিপোর্ট ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

টেবিল ৫.১১: ২০১৮-১৯ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ	রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ
১.	ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	২১,৫২,০২৩/-	১৯,৬৮,১১,৮৯৭/-
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ	২১,৭৫,২৩৫/-	২,৯০,৯৬,২৪৮/-
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	৯,২০,২৯৬/-	২১৪,০৭,৫৪,০১৫/-
৪.	সিলেট বিভাগ, সিলেট	১,০৪,৭৩৬/-	৩২,১৯,৫৩৪/-
৫.	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	৪৭,৬৯,৩৯৮/-	২৭,৮২,৪৪২/-
৬.	রংপুর বিভাগ, রংপুর	৪৯,৫৪,৩৭৬/-	৩৪,৩২,৪০৩/-
৭.	বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	৪,১৪,৯৩৮/-	৪২,৪২,০০২/-
৮.	খুলনা বিভাগ, খুলনা	১৬,২৯,৬৮৭/-	১৪,৮৫,৪১৭/-
	সর্বমোট=	১,৭১,২০,৬৮৯/-	২৩৮,১৮,২৩,৯৫৮/-

৫.৫.৮ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯ অর্থবছরে ম্যানেজমেন্ট, সেটেলমেন্ট এবং ভি,পি হিসাবসমূহের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির সংখ্যা নিম্নরূপঃ

টেবিল ১২: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অডিট আপত্তি

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির সংখ্যা (বকেয়াসহ)	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ
১	৪৫২০	২১৫৭ টি	৫,০৩,০৯,৬৯১/৫৪

৫.৫.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে জনাব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ মশিউর রহামন, হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৫.৫.১০ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

অর্থবছরওয়ারী অডিটকার্য সম্পাদন এবং যথাসময়ে অডিট রিপোর্ট দাখিল। অডিট আপত্তির জবাব তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের আওতাধীন প্রশাসনিক বিভাগীয় অফিসসহ জেলা পর্যায়ের অফিসে আইটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় অফিস ও জেলা পর্যায়ের অফিসের ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। দাপ্তরিক চিঠিপত্র ও অডিট রিপোর্ট অনলাইনে আদান প্রদানের ভবিষ্যত পরিকল্পনা রয়েছে।

ছবি ৫.৫: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন

১৪ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় সাবেক ভূমিমন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন

পরিশিষ্ট ক

Allocation of Business of Ministry of Land

1[30] MINISTRY OF LAND

1. Rights in and over land and water and laws regarding land tenure excluding management of tank and other closed fisheries up to the area of 20 acres and fisheries which are under development scheme and such other fisheries which will be included in future in the development scheme of the Ministry of Fisheries and Livestock.
2. State acquisition and management.
3. Transfer, alienation of Government land, devolution of land by escheat and otherwise.
4. Constitution, organisation, jurisdiction and power of land procedure in rent and revenue courts and fees taken therein.
5. Disposal of Government land and alienation of land revenue.
6. Residences of officers employed in Settlement and Khasmahal work.
7. Demarcation of boundaries.
   [2][7A. Repairs and maintenance of boundary marks.]
8. Assessment and collection of land revenue and rents.
9. Maintenance of land records, survey for revenue purpose and record-of-rights and survey and settlement operations.
10. Management of government land.
11. Waste land.
12. Court of Wards and encumbered and attached estates.
13. Revenue sales.
14. Certificate procedure under Public Demands Recovery Act.
15. Land revenue, tauji and accounts.
16. Road and public works cess, education cess and local rates.
17. Alluvial lands.
18. Establishments relating to settlement, khasmahal, partition and road cess, and local rates, valuation and revaluation offices.
19. Loans to land holders and other notables.
20. Treasury troves, escheats and revenue agents.
21. Recovery of loans.
22. State purchase operation.
23. Requisition and compulsory acquisition of land.
24. Reclamation and colonisation of waste land in general.
25. Pre-1947 compensation claims.

26. Vested and non-resident property.
27. Unclassed state forest.
28. Miscellaneous revenue matters not administered by any other Ministry/Division.
29. Secretariat administration including financial matters.
30. Administration and control of sub-ordinate offices and organisations under this Ministry.
31. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry
32. All laws on subjects allotted to this Ministry.
33. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
34. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

1Amended vide S.R.O. No. 231-law/2008-CD-4/5/2008, Dated 24 July 2008.

[2] Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/16/89-Rules (Part-2)/106, Dated 23 September 1999.

পরিশিষ্ট খ

Ministry Of Land in SDG Mapping

Ministry Of Land's Responsibility in achieving SDG as per SDG Mapping designed by the General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning Commission and endorsed by SDGs Implementation and Monitoring Committee, Prime Minister's Office.

Ministry of Land is one of the 'Co-Lead' ministries in achieving the following target:

- 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

Ministry of Land is an 'Associate Ministry' in achieving the following targets:

1. 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
2. 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
3. 2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
4. 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws

5. 9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

6. 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
7. 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
8. 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
9. 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
10. 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
11. 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
12. 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development

পরিশিষ্ট গ

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ

১। ভূমি মন্ত্রণালয় - minland.gov.bd

(ক) জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd

(খ) ভূমি অধিকার প্রতিকার ব্যবস্থাপনা - hotline.land.gov.bd

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয় – ই লাইব্রেরি (ই বুক পোর্টাল) - ebook.minland.gov.bd

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম - www.facebook.com/minland.gov.bd

২। ভূমি সংস্কার বোর্ড - www.lrb.gov.bd

৩। ভূমি আপীল বোর্ড - hwww.lab.gov.bd/

(ক) ভূমি কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম - 137.59.48.75/blabdev/default.aspx

(খ) ভূমি আপীল বোর্ড ই লাইব্রেরি - 137.59.48.75/librarydev

৪। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর - www.dlrs.gov.bd

(ক)ডিজিটাল রেকর্ডরুম - http://drr.land.gov.bd/

৫। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - www.latc.gov.bd

৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর - www.coa-revenue.gov.bd

*জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো – 'land.gov.bd' এর এন্ড্রয়েড এপ '**ভূমিসেবা (VumiSeba)**' গুগল প্লে স্টোরে আছে।

** জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd এ ই-নামজারি ও আর এস খতিয়ান সহ যাবতীয় ভূমি সেবা সমূহ পাওয়া যায়।

ভূমি সেবা হটলাইন - ১৬১২২